জেলেখা

বা

যমের ফেরৎ।

(ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।)

(বৰ্দ্ধমান, গৌরডাঙ্গা নিবাসী)

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত।

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।

এস, কে, শীল এণ্ড এইচ্, কে, শীল দ্বারা প্রকাশিত।

১১১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শীল-প্রেস।

৩৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার শীল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১২ সাল।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন

প্রণীত।

হুগলী

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯২২।

মুল্য ।৵০ ছয় আনা।

বিজ্ঞাপন।

—০—
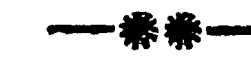
আট বৎসর অতীত হইল হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণের শিক্ষা সম্পাদনের জন্য এই পুস্তক সঙ্কলিত হইয়া ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যতদিন বদ্ধমূল না হইতেছে, ততদিন ইহার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ব্যাকরণ রচিত হওয়া কোনমতেই সম্ভাবিত নহে, এই বিবেচনা করিয়া এপর্য্যন্ত ইহা মুদ্রিত করা হয় নাই। যে কারণে তখন মুদ্রিত হয় নাই এখনই যে সে কারণ সম্যক্ রূপে অপগত হইয়াছে তাহাও নহে; তবে ইহা এখন মুদ্রিত করিবার কারণ এই যে, এ পর্য্যন্ত যে সকল ছাত্র আমার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন, বাচনিক শুনিয়া এবং খাতায় লিখিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে ব্যাকরণের নিয়মাবলী অভ্যাস করিতে হইয়াছে; এক্ষণে তাঁহারাও অনেকে স্ব স্ব ছাত্রদিগকে ব্যাকরণ পড়াইবার সময়ে ঐ রীতিরই অনুসরণ করিতেছেন। এরূপ করাতে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই অনেক অসুবিধা বোধ হয়, এই জন্য তাঁহারা সময়ে২ ব্যাকরণ খানি মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত আমাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সেই অনুরোধ এবং আরও কতিপয় সামান্য কারণের বশবর্ত্তী হইয়া সেই পূর্ব্বলিখিত ব্যাকরণ খানি স্থানে২ বিস্তৃত করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণকে প্রধান অবলম্ব করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে, কয়েক স্থানে উপক্রমণিকার ও কয়েকটী কথা উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন স্থান বিশেষে অপরাপর ব্যাকরণ হইতেও অত্যাবশ্যক কতকগুলি নিয়ম সঙ্গ্রহ করা গিয়াছে। গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্ট প্রকরণে ধাত্বর্থ, শব্দের প্রকার ভেদ, অন্বয়রীতি, সাঙ্কেতিকচিহ্ন এবং প্রচলিত কতিপয় অলঙ্কার ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফলতঃ এই ব্যাকরণকে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে, এক্ষণে পাঠকগণের প্রীতিকর হইলেই পরিশ্রম সফল হয় ইতি।

বর্দ্ধমানট্রেনিঙ্ বিদ্যালয়
১৫ই মাঘ সংবৎ ১৯২১ } শ্রীরামগতি শর্ম্মাণ।

পুনশ্চ—কোন সাধুশীলা রমণীর স্বর্গ জ্ঞাপনার্থ ‘মায়াভাণ্ড’ নামে একটী ভাণ্ড স্থাপন করাগিয়াছে। এই পুস্তক বিক্রয় দ্বারা যে লাভ হইবে তাহার চতুর্থাংশ ঐ ভাণ্ডে প্রদত্ত হইবে। সামান্য সৎকার্য্যে ব্যয় করাই ঐ ধনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

২০ শে ভাদ্র ১২৭১ রবিবার।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

—•••—

১। ভাষার নিয়ম-সংস্থাপক শাস্ত্রকে ব্যাকরণ কহে। অর্থাৎ যে কোন ভাষায় হউক না কেন, তদ্ভাষা-ভাষী প্রধান২ পণ্ডিতেরা যে সমস্ত শব্দাদি যেরূপে ও যে অর্থে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, যে শাস্ত্র দ্বারা তৎসমুদয়কে বিকৃত হইতে না দিবার জন্য নিয়মবদ্ধ করা যায়, তাহাকে ব্যাকরণ কহে।

২। বাঙ্গালা ভাষার নিয়ম-সংস্থাপক শাস্ত্রের নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

বর্ণ বিবেক।

—•—

৩। বাঙ্গালা ভাষায় অ ই উ, ক খ গ প্রভৃতি সমুদয়ে ৪৮টী বর্ণ বা অক্ষর আছে।

৪। বর্ণ সমুদয় দুই ভাগে বিভক্ত; স্বর ও ব্যঞ্জন। যাহা স্বয়ং উচ্চারিত হয় তাহাকে স্বর এবং যাহা অন্যের যোগ ব্যতিরেকে উচ্চারিত হয় না তাহাকে ব্যঞ্জন বা হলবর্ণ কহে।

সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণকে প্রধান অবলম্ব করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে, কয়েক স্থানে উপক্রমণিকার ও কয়েকটী কথা উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন স্থান বিশেষে অপরাপর ব্যাকরণ হইতেও অত্যাবশ্যক কতকগুলি নিয়ম সঙ্গ্রহ করা গিয়াছে। গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্ট প্রকরণে ধাত্বর্থ, শব্দের প্রকার ভেদ, অন্বয়রীতি, সাঙ্কেতিকচিহ্ন এবং প্রচলিত কতিপয় অলঙ্কার ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফলতঃ এই ব্যাকরণকে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে, এক্ষণে পাঠকগণের প্রীতিকর হইলেই পরিশ্রম সফল হয় ইতি।

বর্দ্ধমানট্রেনিঙ্‌ বিদ্যালয়
১৫ই মাঘ সংবৎ ১৯২১ } শ্রীরামগতি শর্ম্মাণ।

পুনশ্চ—কোন সাধুশীলা রমণীর স্বর্গ লাভার্থ 'মায়াভাণ্ড' নামে একটী ভাণ্ড স্থাপন করাগিয়াছে। এই পুস্তক বিক্রয় দ্বারা যে লাভ হইবে তাহার চতুর্থাংশ ঐ ভাণ্ডে প্রদত্ত হইবে। সামান্য সৎকার্য্যে ব্যয় করাই ঐ ধনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

২০ শে ভাদ্র ১২৭১ রবিবার।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

—●●●—

১। ভাষার নিয়ম-সংস্থাপক শাস্ত্রকে ব্যাকরণ কহে। অর্থাৎ যে কোন ভাষায় হউক না কেন, তদ্ভাষা-ভাষী প্রধান২ পণ্ডিতেরা যে সমস্ত শব্দাদি যেরূপে ও যে অর্থে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, যে শাস্ত্র দ্বারা তৎসমুদয়কে বিকৃত হইতে না দিবার জন্য নিয়মবদ্ধ করা যায়, তাহাকে ব্যাকরণ কহে।

২। বাঙ্গালা ভাষার নিয়ম-সংস্থাপক শাস্ত্রের নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

বর্ণ বিবেক।

—●—

৩। বাঙ্গালা ভাষায় অ ই উ, ক খ গ প্রভৃতি সমুদয়ে ৪৮টী বর্ণ বা অক্ষর আছে।

৪। বর্ণ সমুদয় দুই ভাগে বিভক্ত; স্বর ও ব্যঞ্জন। যাহা স্বয়ং উচ্চারিত হয় তাহাকে স্বর এবং যাহা অন্যের যোগ ব্যতিরেকে উচ্চারিত হয় না তাহাকে ব্যঞ্জন বা হলবর্ণ কহে।

৫। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ৯ এ ঐ ও ঔ এই ত্রয়োদশ বর্ণকে স্বর বর্ণ কহে; তন্মধ্যে অ ই উ ঋ ৯ এই পাঁচটীকে হ্রস্ব এবং আ ঈ ঊ ৠ এ ঐ ও ঔ এই আটটীকে দীর্ঘ স্বর বলা যায়।

৬। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইলে তাহার রূপান্তর হয় যথা। ক্+আ=কা, ক্+ই=কি ইত্যাদি।

৭। ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ ম, য র ল ব শ ষ স হ ং ঃ এই পঁয়ত্রিশ বর্ণকে ব্যঞ্জন বর্ণ কহে। তন্মধ্যে ক অবধি ম পর্য্যন্ত পাঁচবর্গে বিভক্ত; সুতরাং উহাদিগকে বর্গীয় বর্ণও বলা যায়।—ক খ গ ঘ ঙ ইহারা কবর্গ; চ ছ জ ঝ ঞ ইহারা চবর্গ; ট ঠ ড ঢ ণ ইহারা টবর্গ; ত থ দ ধ ন ইহারা তবর্গ; প ফ ব ভ ম ইহারা পবর্গ। য র ল ব ইহাদিগকে অন্তঃস্থ এবং শ ষ স হ ইহাদিগকে উষ্মবর্ণ কহে *।

* বর্ণের উচ্চারণ স্থান।
অ আ হ ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ সুতরাং

৮। দুই বর্ণ নিকটবর্ত্তী হইলে পরস্পর মিলিত হয় এই মিলনকে সন্ধি কহে। সন্ধি দুই প্রকার—স্বর ও ব্যঞ্জন সন্ধি। স্বরবর্ণে

ইহাদিগকে কণ্ঠ্য, ক খ গ ঘ ঙ ইহারা জিহ্বামূল হইতে উচ্চারিত হয় এ জন্য ইহাদিগকে জিহ্বামূলীয়. ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য শ তালু হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া তালব্য; ঋ ৠ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ ইহাদের উচ্চারণ স্থান মূর্দ্ধা, এজন্য ইহাদিগকে মূর্দ্ধন্য; ৯ ত থ দ ধ ন ল স ইহারা দন্ত হইতে জন্মে বলিয়া ইহাদিগকে দন্ত্য; উ ঊ প ফ ব ভ ম ইহারা ওষ্ঠজাত এ জন্য ইহাদিগকে ওষ্ঠ্য; এ ঐ ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও তালু এ জন্য ইহাদিগকে কণ্ঠতালব্য, ও ঔ ইহারা কণ্ঠ ও ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে কণ্ঠৌষ্ঠ্য; ং নাসিকা হইতে উদ্ভূত হয় বলিয়া ইহাকে অনুনাসিক এবং ঃ যে স্বরবর্ণের পর থাকে সেই স্বরবর্ণের উচ্চারণ স্থানানুসারেই উচ্চারিত হয় এ নিমিত্ত উহাকে আশ্রয়স্থান ভাগী কহে।

ঙ ঞ ণ ন ম ইহারা জিহ্বামূল তালু প্রভৃতির ন্যায় নাসিকাতেও উচ্চারিত হয় এজন্য ইহাদিগকে অনুনাসিক বর্ণও বলে।

স্বরবর্ণে যে সন্ধি হয় তাহাকে স্বরসন্ধি, আর ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণে অথবা ব্যঞ্জনবর্ণে স্বর-বর্ণে যে সন্ধি হয় তাহাকে ব্যঞ্জন সন্ধি কহে।

—✱✱✱—

স্বরসন্ধি।

৯। অকার বা আকারের পর অকার বা আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়। আকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা শশ+অঙ্ক=শশাঙ্ক; নীচ+আশয়=নীচাশয়; গঙ্গা+অম্বু=গঙ্গাম্বু; মহা+আশয়=মহাশয় ইত্যাদি।

১০। ই কার বা ঈকারের পর ইকার বা ঈকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঈকার হয়। ঈকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা, গিরি+ইন্দ্র=গিরীন্দ্র; গিরি+ঈশ=গিরীশ; মহী+ইন্দ্র=মহীন্দ্র; পৃথ্বী+ঈশ্বর=পৃথ্বীশ্বর;—ইঃ।

১১। উ বা ঊ র পর উ বা ঊ থাকিলে

●—ইঃ এইরূপ চিহ্নের অর্থ ইত্যাদি।

উভয়ে মিলিয়া ঊ হয়। ঊ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা মধু+উত্থ=মধূত্থ; তনু+ঊর্দ্ধ=তনূর্দ্ধ; বধূ+উৎসব=বধূৎসব; চমূ+ঊর্দ্ধ=চমূর্দ্ধ—ইঃ।

১২। ঋর পর ঋ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ৠ হয়। ৠ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—পিতৃ+ঋণ=পিতৄণ; মাতৃ+ঋদ্ধি=মাতৄদ্ধি—ইঃ।

১৩। যদি অবর্ণের * পর ই বা ঈ থাকে তবে উভয়ে মিলিয়া এ হয়। এ পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা পূর্ণ+ইন্দু=পূর্ণেন্দু; গণ+ঈশ=গণেশ; মহা+ইন্দ্র=মহেন্দ্র; মহা+ঈশ্বর=মহেশ্বর—ইঃ।

১৪। যদি অবর্ণের পর উ বা ঊ থাকে তবে উভয়ে মিলিয়া ও হয়। ও পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা ঘট+উৎসর্গ=ঘটোৎসর্গ; গৃহ+ঊর্দ্ধ=গৃহোর্দ্ধ; গঙ্গা+উদক=গঙ্গোদক; মহা+ঊর্ম্মি=মহোর্ম্মি—ইঃ।

১৫। অবর্ণের পর যদি ঋ থাকে তবে উভয়ে মিলিয়া অর্ হয়। অ পূর্ব্ব বর্ণে

* অবর্ণ শব্দে অ এবং আ; ইবর্ণ ই এবং ঈ—ইঃ।

স্বরবর্ণে যে সন্ধি হয় তাহাকে স্বরসন্ধি, আর ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণে অথবা ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরবর্ণে যে সন্ধি হয় তাহাকে ব্যঞ্জন সন্ধি কহে।

—***—

স্বরসন্ধি।

৯। অকার বা আকারের পর অকার বা আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়। আকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা শশ+অঙ্ক=শশাঙ্ক; নীচ+আশয়=নীচাশয়; গঙ্গা+অম্বু=গঙ্গাম্বু; মহা+আশয়=মহাশয় ইত্যাদি।

১০। ইকার বা ঈকারের পর ইকার বা ঈকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঈকার হয়। ঈকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা গিরি+ইন্দ্র=গিরীন্দ্র; গিরি+ঈশ=গিরীশ; মহী+ইন্দ্র=মহীন্দ্র; পৃথ্বী+ঈশ্বর=পৃথ্বীশ্বর;—ইঃ*।

১১। উ বা ঊর পর উ বা ঊ থাকিলে

*—ইঃ এইরূপ চিহ্নের অর্থ ইত্যাদি।

উভয়ে মিলিয়া ঊ হয়। ঊ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা মধু+উত্থ=মধূত্থ; তনু+ঊর্দ্ধ=তনূর্দ্ধ; বধূ+উৎসব=বধূৎসব; চমূ+ঊর্দ্ধ=চমূর্দ্ধ—ইঃ।

১২। ঋর পর ঋ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ৠ হয়। ৠ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—পিতৃ+ঋণ=পিতৄণ; মাতৃ+ঋদ্ধি=মাতৄদ্ধি—ইঃ।

১৩। যদি অবর্ণের* পর ই বা ঈ থাকে তবে উভয়ে মিলিয়া এ হয়। এ পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা পূর্ণ+ইন্দু=পূর্ণেন্দু; গণ+ঈশ=গণেশ; মহা+ইন্দ্র=মহেন্দ্র; মহা+ঈশ্বর=মহেশ্বর—ইঃ।

১৪। যদি অবর্ণের পর উ বা ঊ থাকে তবে উভয়ে মিলিয়া ও হয়। ও পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা ঘট+উৎসর্গ=ঘটোৎসর্গ; গৃহ+ঊর্দ্ধ=গৃহোর্দ্ধ; গঙ্গা+উদক=গঙ্গোদক; মহা+ঊর্ম্মি=মহোর্ম্মি—ইঃ।

১৫। অবর্ণের পর যদি ঋ থাকে তবে উভয়ে মিলিয়া অর্ হয়। অ পূর্ব্ব বর্ণে

* অবর্ণ শব্দে অ এবং আ; ইবর্ণ ই এবং ঈ—ইঃ।

যুক্ত হয় ও র্ পরবর্ণের মস্তকে যায়। যথা উত্তম+ঋণ=উত্তমর্ণ ; মহা+ঋষি=মহর্ষি—ইঃ।

১৬। অবর্ণের পর যদি এ বা ঐ থাকে তবে উভয়ে মিলিয়া ঐ হয়। ঐ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা জন+এক=জনৈক ; তথা+এব=তথৈব ; মত+ঐক্য=মতৈক্য ; মহা+ঐশ্বর্য্য=মহৈশ্বর্য্য—ইঃ।

১৭। যদি অবর্ণের পর ও বা ঔ থাকে তবে উভয়ে মিলিয়া ঔ হয়। ঔ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা জল+ওকাঃ=জলৌকাঃ ; মহা+ওঘ=মহৌঘ; চিত্ত+ঔদার্য্য=চিত্তৌদার্য্য; মহা+ঔষধ=মহৌষধ ;—ইঃ।

১৮। যদি অবর্ণের পর ঋত শব্দ থাকে তবে অবর্ণ ও ঋ উভয়ে মিলিয়া আর্ হয়। আ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় ও র পর বর্ণের মস্তকে যায়। যথা শীত+ঋত=শীতার্ত্ত* ; দুঃখ+ঋত=দুঃখার্ত্ত—ইঃ।

১৯। প্র শব্দের পর ঊঢ় বা ঊঢ়ি শব্দ যদি থাকে তবে প্রর অকার এবং ঊঢ় বা

* র-যে বর্ণের মস্তকে যায় তাহার প্রায় দ্বিত্ব হয়।

ঊঢ়ির ঊকার উভয়ে মিলিত হইয়া ঔ হয়। যথা প্র+ঊঢ়=প্রৌঢ় ; প্র+ঊঢ়ি=প্রৌঢ়ি ;

২০। অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ই ঈর স্থানে য, উ ঊর স্থানে ব এবং ঋর স্থানে র হয়। যথা অতি+অন্ত=অত্যন্ত ; নদী+আদি=নদ্যাদি ; অনু+এষণ=অন্বেষণ ; বধূ+আগমন=বধ্বাগমন ; পিতৃ+আলয়=পিত্রালয়—ইঃ।

২১। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে এর স্থানে অয়, ঐ র স্থানে আয়, ও র স্থানে অব্ এবং ঔর স্থানে আব্ হয়। যথা নে+অন=নয়ন; গৈ+অক=গায়ক ; ভো+অন=ভবন ; ভৌ+উক=ভাবুক—ইঃ।

ব্যঞ্জন সন্ধি।

২২। চ বর্গের সহিত যোগ হইলে স্ স্থানে শ এবং তবর্গ স্থানে চবর্গ হয়। নিস্+চিন্ত=নিশ্চিন্ত ; উৎ+চয়=উচ্চয় ; যাচ্+না=যাচ্ঞা ; তদ্+জন্য=তজ্জন্য—ইঃ।

২৩। টবর্গ বা ষকারের সহিত যোগ

হইলে স স্থানে ষ এবং তবর্গ টবর্গ হয়। যথা উৎ+টঙ্কন=উট্টঙ্কন; ধনুস্+টঙ্কার=ধনুষ্টঙ্কার, ষষ্+থ=ষষ্ঠ—ইঃ।

২৪। ল পরে থাকিলে ত ও ন র স্থানে ল হয় যথা উৎ+লেখ=উল্লেখ; মহান্+লাভ=মহাল্লাঁভ*—ইঃ।

২৫। হলবর্ণ পরে থাকিলে ম ও নর স্থানে ং অনুস্বার হয়। যথা সম্+শয়=সংশয়; বৃম্+হিত=বৃংহিত—ইঃ।

২৬। বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে ং স্থানে তদ্বর্গীয় পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা কিং+কর=কিঙ্কর; কিং+চিৎ=কিঞ্চিৎ; সং+তান=সন্তান; লং+ফন=লম্ফন—ইঃ।

২৭। স্বরবর্ণ বর্গের ৩য় ৪র্থ ৫ম ও যরলব পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ১ম বর্ণ স্থানে ৩য় বর্ণ হয়। যথা বাক্+ঈশ=বাগীশ; সৎ+আশয়=সদাশয়; এতৎ+দেশ=এতদ্দেশ—ইঃ।

* নর স্থানে ল হইলে নর অনুনাসিকতা চিহ্ন স্বরূপ লএ ঁ যোগ হয়।

২৮। ৫ম বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ১ম বর্ণ স্থানে ৫ম বর্ণ হয়। যথা দিক্+নাগ=দিঙ্নাগ; জগৎ+নাথ=জগন্নাথ; চিৎ+ময়=চিন্ময়—ইঃ।

২৯। পদের অন্তস্থিত ১ম বর্ণের পর শকার ছ হয় এবং হকার যে বর্গের ১ম বর্ণের পর হয় সেই বর্গের ৪র্থ বর্ণ হয়। যথা সৎ+শীল=সচ্ছীল; দিক্+হস্তী=দিগ্ঘস্তী; উৎ+হার=উদ্ধার—ইঃ।

৩০। স্বরবর্ণের পর ছ থাকিলে ঐ ছর দ্বিত্ব হয়।—

৩১। দুইটী ২য় ও দুইটী ৪র্থ বর্গীয় বর্ণ একত্র হইলে পূর্ব্বের ২য়টী ১ম, ও ৪র্থটী ৩য় বর্ণ হয়। যথা গৃহ+ছিদ্র=গৃহচ্ছিদ্র; তরু+ছায়া=তরুচ্ছায়া—ইঃ।

৩২। উৎ এর পর স্থা ধাতুর সর লোপ হয়। যথা উৎ+স্থান=উত্থান, উৎ+স্থাপন=উত্থাপন;—ইঃ।

৩৩। বর্গের ১ম ও ২য় বর্ণ পরে থাকিলে ঃ স্থানে (অনেক স্থলেই) স হয়। যথা দুঃ+ছেদ্য=দুশ্ছেদ্য; নিঃ+ঠীব=নিষ্ঠীব;

হইলে স স্থানে ষ এবং তবর্গ টবর্গ হয়। যথা উৎ+টঙ্কন=উট্টঙ্কন; ধনুস্+টঙ্কার=ধনুষ্টঙ্কার, ষষ্+থ=ষষ্ঠ—ইঃ।

২৪। ল পরে থাকিলে, ত ও ন র স্থানে ল হয় যথা উৎ+লেখ=উল্লেখ ; মহান্+লাভ=মহাল্লাঁভ*—ইঃ।

২৫। হলবর্ণ পরে থাকিলে ম ও ন্‌র স্থানে ং অনুস্বার হয়। যথা সম্+শয়=সংশয়; বৃন্+হিত=বৃংহিত—ইঃ।

২৬। বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে ং স্থানে তদ্বর্গীয় পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা কিং+কর=কিঙ্কর; কিং+চিৎ=কিঞ্চিৎ ; সং+তান=সন্তান ; লং+ফন=লম্ফন—ইঃ।

২৭। স্বরবর্ণ বর্গের ৩য় ৪র্থ ৫ম ও যরলব পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ১ম বর্ণ স্থানে ৩য় বর্ণ হয়। যথা বাক্+ঈশ=বাগীশ ; সৎ+আশয়=সদাশয় ; এতৎ+দেশ=এতদ্দেশ—ইঃ।

---

* নর স্থানে ল হইলে নর অনুনাসিকতা চিহ্ন স্বরূপ লএ ঁ যোগ হয়।

২৮। ৫ম বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ১ম বর্ণ স্থানে ৫ম বর্ণ হয়। যথা দিক্+নাগ=দিঙ্নাগ ; জগৎ+নাথ=জগন্নাথ ; চিৎ+ময়=চিন্ময়—ইঃ।

২৯। পদের অন্তস্থিত ১ম বর্ণের পর শকার ছ হয় এবং হকার যে বর্গের ১ম বর্ণের পর হয় সেই বর্গের ৪র্থ বর্ণ হয়। যথা সৎ+শীল=সচ্ছীল ; দিক্+হস্তী=দিগ্ঘস্তী ; উৎ+হার=উদ্ধার—ইঃ।

৩০। স্বরবর্ণের পর ছ থাকিলে ঐ ছর দ্বিত্ব হয়।—

৩১। দুইটী ২য় ও দুইটী ৪র্থ বর্গীয় বর্ণ একত্র হইলে পূর্ব্বের ২য়টী ১ম, ও ৪র্থটী ৩য় বর্ণ হয়। যথা গৃহ+ছিদ্র=গৃহচ্ছিদ্র ; তরু+ছায়া=তরুচ্ছায়া—ইঃ।

৩২। উৎ এর পর স্থা ধাতুর সর লোপ হয়। যথা উৎ+স্থান=উত্থান, উৎ+স্থাপন=উত্থাপন ;—ইঃ।

৩৩। বর্গের ১ম ও ২য় বর্ণ পরে থাকিলে ঃ স্থানে (অনেক স্থলেই) স হয়। যথা দুঃ+ছেদ্য=দুশ্ছেদ্য ; নিঃ+ঠীব=নিষ্ঠীব ;

নিম্ন লিখিত পদ গুলির সন্ধি বাহির কর।

ব[illegible] নিষ্পত্তি, শরচ্চন্দ্র, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, ইতস্ততঃ, তজ্জ্স্থান, গাত্রোত্থান, স্বর্বৈদ্য, সম্মানার্থী, দুর্ব্বহ, জগচ্ছরণ্য, হুতাশন, অতীব, নিস্ত্রপ, সঙ্কীর্ণ, তপোবন, ইত্যাদি, [illegible]রূপদেশ, সুহৃজ্জন, ।

—•০•—

ণত্ববিধান।

৩৯। ঋ র ষ এই তিন বর্ণের পর পদের মধ্যস্থিত দন্ত্য ন থা[illegible] [illegible] মূর্দ্ধন্য ণ হয়। যথা তৃণ, ঋণ, বর্ণ, পর্ণ, [illegible], বিষ্ণু—ইঃ।

৪০। যদি স্বরবর্ণ [illegible] পবর্গ য [illegible] হ ও অনুস্বার মধ্যে ব্য[illegible] থাকে তাহা হইলেও ন—ণ হয়। যথা তরুণ, কৃপণ, দর্পণ, বৃংহণ—ইঃ।

এতদ্ব্যতিরিক্ত বর্ণ ব্যবধান থাকিলে ন ণ হয় না। যথা অর্চ্চনা, অর্জ্জন, কর্ত্তন, প্রার্থনা, বর্ণনা, মূর্দ্ধন্য—ইঃ।

৪১। তবর্গ যুক্ত ন ণ হয় না; যথা ভ্রান্তি, গ্রন্থ, ক্রন্দন—ইঃ।

এ ছাড়া কতক গুলি শব্দ এরূপ আছে তাহাদের ণ স্বভাবতই মূর্দ্ধন্য; যথা অণু, আপণ, কল্যাণ, কোণ, কৌণপ, কণা, কাণ, গুণ, গুণ, নিপুণ, পণ, পাণি, পুণ্য, ফণা, মণ, মণি, মৎকুণ, লবণ, বাণ, বিপণি, বীণা, বাণী, বেণী, শণ, শাণ, শোণিত,—ইঃ।

—•০•—

ষত্ববিধান।

৪২। অ আভিন্ন স্বর এবং ক ও র এই কয়েক বর্ণের পরস্থিত দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যথা অভিষেক, বিষণ্ণ, অনুষ্ঠান; বুভুক্ষা, চিকীর্ষা—ইঃ।

—•০•—

শব্দ প্রকরণ।

লিঙ্গ।

৪৩। শব্দের তিন প্রকার লিঙ্গ আছে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ও ক্লীবলিঙ্গ। পুংলিঙ্গ

নিম্ন লিখিত পদ গুলির সন্ধি বাহির কর।

বাগ্‌নিষ্পত্তি, শরচ্চন্দ্র, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, ইতস্ততঃ, তজ্জ্স্থান, গাত্রোত্থান, স্বর্বৈদ্য, সম্মানার্থী, দুর্ব্বহ, জগচ্ছরণ্য, হুতাশন, অতীব, নিস্ত্রপ, সঙ্কীর্ণ, তপোবন, ইত্যাদি, গুরূপদেশ, সুহৃজ্জন, ।

—*০*—

ণত্ববিধান।

৩৯। ঋ র্ ষ্ এই তিন বর্ণের পর পদের মধ্যস্থিত দন্ত্য ন থা[illegible] মূর্দ্ধন্য ণ হয়। যথা তৃণ, ঋণ, বর্ণ, পর্ণ, [illegible], বিষ্ণু—ইঃ।

৪০। যদি স্বরবর্ণ [illegible] পবর্গ য ব হ ও অনুস্বার মধ্যে ব্য[illegible] থাকে তাহা হইলেও ন—ণ হয়। যথা তরুণ, কৃপণ, দর্পণ, বৃংহণ—ইঃ।

এতদ্ব্যতিরিক্ত বর্ণ ব্যবধান থাকিলে ন ণ হয় না। যথা অর্চ্চনা, [illegible], কর্ত্তন, প্রার্থনা, বর্ণনা, মূর্দ্ধন্য—ইঃ।

৪১। তবর্গ যুক্ত ন ণ হয় না; যথা ভ্রান্তি, গ্রন্থ, ক্রন্দন—ইঃ।

এ ছাড়া কতক গুলি শব্দ এরূপ আছে তাহাদের ণ স্বভাবতই মূর্দ্ধন্য; যথা অণু, আপণ, কল্যাণ, কোণ, কৌণপ, কণা, কাণ, গুণ, গুণ, নিপুণ, পণ, পাণি, পুণ্য, ফণা, মণ, মণি, মৎকুণ, লবণ, বাণ, বিপণি, বীণা, বাণী, বেণী, শণ, শাণ, শোণিত,—ইঃ।

—*০*—

ষত্ববিধান।

৪২। অ আ ভিন্ন স্বর এবং ক্ ও র্ এই কয়েক বর্ণের পরস্থিত দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যথা অভিষেক, বিষণ্ণ, অনুষ্ঠান; বুভুক্ষা; চিকীর্ষা—ইঃ।

—*০*—

শব্দ প্রকরণ।

লিঙ্গ।

৪৩। শব্দের তিন প্রকার লিঙ্গ আছে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ও ক্লীবলিঙ্গ। পুংলিঙ্গ

শব্দে পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে স্ত্রী, এবং ক্লীবলিঙ্গ শব্দে যাহা পুরুষ ও স্ত্রী নহে এরূপ পদার্থকে বুঝায়। যথা (পুং) সিংহ; (স্ত্রী) মৃগী; (ক্লী) চর্ম্ম।

৪৪। সংস্কৃত ভাষায় লিঙ্গ অর্থগত নহে, শব্দগত। অর্থাৎ অনেক শব্দ অর্থতঃ পুরুষ, স্ত্রী বা ক্লীবকে না বুঝাইলেও তাহারা পুং স্ত্রী বা ক্লীব লিঙ্গ হয়। তাহার উদাহরণ স্বরূপ দেখ বৃক্ষ, পর্ব্বত ও দার (স্ত্রীবাচক) শব্দ পুংলিঙ্গ; মিত্র, কলত্র (স্ত্রীবাচক) ও অপত্য শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।—বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত-মূলক, অতএব ইহারও লিঙ্গ অর্থগত না হইয়া শব্দগতই হইয়া চলিতেছে। তন্মধ্যে বাঙ্গালায় ক্লীবলিঙ্গ শব্দ সকল প্রায় সর্ব্বত্রই পুংলিঙ্গের ন্যায় রূপ ধারণ করিয়া থাকে।

—***—

বিভক্তি।

৪৫। শব্দ ও ধাতুকে প্রকৃতি কহে। যথা রাজন্ কৃ ইত্যাদি। কেবল প্রকৃতিকে বাক্য মধ্যে, প্রয়োগ করা যায় না অর্থাৎ

রাজন্ কৃ এরূপ বলা যায় না, রাজা করিতেছেন ইত্যাদি বলিতে হয়। অতএব প্রকৃতিকে প্রয়োগের যোগ্য করিতে হইলে যাহা যোগ করিতে হয় তাহাকেই বিভক্তি কহে। এস্থলে রাজন্ শব্দে যাহা যোগ করিয়া "রাজা" ও কৃ ধাতুতে যাহা যোগ করিয়া "করিতেছেন" হইতেছে তাহাই বিভক্তি। বিভক্তি-যুক্ত প্রকৃতিকে পদ বলা যায়।

৪৬। শব্দের বিভক্তি সাত প্রকার—প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।

৪৭। এক২ বিভক্তির দুই২ বচন আছে, এক বচন ও বহু বচন। এক বচনের বিভক্তি যোগে এক সংখ্যা এবং বহু বচনের বিভক্তি যোগ করিলে একাধিক বহু সংখ্যা বুঝায়। 'রাজা' বলিলে এক রাজা এবং 'রাজারা' বলিলে অনেক রাজা বুঝায়।

৪৮। শব্দ সকল বিভক্তি-যুক্ত হইলে যেরূপ পদ সকল হয়, তাহা জানিতে হইলে উহাদের প্রথমাবিভক্তি-যুক্ত রূপ জানা আবশ্যক। কারণ ঐ সকল প্রথমান্ত পদের

উত্তরই-'কে' 'দ্বারা' 'হইতে' 'র' 'তে' ই-ত্যাদি শব্দ যোগ করিলে দ্বিতীয়ান্তাদি পদ সিদ্ধ হয় যথা।—

পিতৃশব্দ।

প্রথমা	পিতা	পঞ্চমী—পিতা হইতে
দ্বিতীয়া	পিতাকে	ষষ্ঠী—পিতার
তৃতীয়া	পিতাদ্বারা	সপ্তমী পিতাতে
চতুর্থী	পিতাকে	

৪৯। শব্দের এক বচনের পদে 'রা' 'এরা' বা 'দিগের' ইত্যাদি বর্ণ যোগ করিলে বহু বচনের পদ হয়*। যথা—

রাজন্ শব্দ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	রাজা	রাজারা
দ্বিতীয়া	রাজাকে	রাজাদিগকে
তৃতীয়া	রাজাদ্বারা	রাজাদিগের দ্বারা
চতুর্থী	রাজাকে	রাজাদিগকে
পঞ্চমী	রাজা হইতে	রাজাদিগের হইতে

*বর্গ, গণ, বহু, সকল, সমস্ত, ইত্যাদি শব্দের যোগ দ্বারাও বহু বচন প্রতি পাদিত হয়।

	একবচন	বহুবচন
ষষ্ঠী	রাজার	রাজাদিগের
সপ্তমী	রাজাতে	রাজাদিগেতে

ইত্যাদি।

শব্দরূপ।

৫০। বাঙ্গালা ভাষায় এক বচনান্ত সম্বোধন পদের ও প্রয়োগ কোনং স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব চরাচর প্রচলিত কতিপয় শব্দের প্রথমা ও সম্বোধনে যেরূপ রূপ হয় তাহা নিম্ন ভাগে লিখিত হইতেছে।

পুংলিঙ্গ।

দেব শব্দ।

প্রথমা	সম্বোধন
দেব	দেব

সমুদয় অকারান্ত শব্দ এইরূপ।

হরিশব্দ।

প্রথমা	সম্বোধন
হরি	হরে

সখি ভিন্ন পুংস্ত্রী সমুদয় ইকারান্ত শব্দ এই রূপ।

সখিশব্দ।

প্রথমা	সম্বোধন
সখা	সখে

বিষ্ণুশব্দ।

প্রথমা	সম্বোধন
বিষ্ণু	বিষ্ণো

পুং স্ত্রী সমুদয় উকারান্ত শব্দ এই রূপ।

পিতৃশব্দ।

প্রথমা	সম্বোধন
পিতা	পিতঃ

পুং স্ত্রী সমুদয় ঋ কা-
রান্ত শব্দ এই রূপ।

—

স্ত্রীলিঙ্গ।

প্রথমা সম্বোধন

দুর্গাশব্দ।

দুর্গা দুর্গে

অম্বা ভিন্ন সমুদয় আ-
কারান্ত শব্দ এই রূপ।

অম্বাশব্দ।

অম্বা অম্ব

গৌরীশব্দ।

গৌরী গৌরি

সমুদয় ঈকারান্ত শব্দ
এই রূপ।

বধূশব্দ।

বধূ বধু

সমুদয় ঊকারান্ত শব্দ
এই রূপ।

হলন্ত

পুং—লিঙ্গ।

প্রথমা সম্বোধন

সম্রাজ্

সম্রাট্ সম্রাট্

রাজন্

রাজা রাজন্

সমুদয় ন্ কারান্ত শব্দ
এই রূপ যথা—

ব্রহ্মা ব্রহ্মন্

আত্মা আত্মন্

যুবা যুবন্

গুণী গুণিন্

তপস্বী তপস্বিন্

পক্ষী পক্ষিন্

হস্তী হস্তিন্

ইত্যাদি

ভগবৎশব্দ

ভগবান্ ভগবান্

বিদ্বস্ শব্দ

বিদ্বান্ বিদ্বন্

মহীয়স্ শব্দ

মহীয়ান্ মহীয়ন্

সমুদয় ঈয়স্ ভাগান্ত
এই রূপ।

বেধস্ শব্দ

বেধাঃ বেধঃ

কতকগুলি অস্ভা-
গান্ত শব্দ এই রূপ।

—

স্ত্রীলিঙ্গ।

দিশ্ শব্দ

দিক্ দিক্

বাচ শব্দ

বাক্ বাক

ইত্যাদি।

৫১। ক্লীবলিঙ্গ শব্দের বিশেষরূপ নাই, কে-
বল স্কারান্ত হইলে বিসর্গান্ত এবং ন্ কা-
রান্ত হইলে শেষের ন্ থাকে না; যথা
পয়ঃ, কর্ম্ম ইঃ।

সর্ব্বনাম শব্দ

৫২। সর্ব্ব, এক তদ্, যদ্, এতদ্, ইদম্, অদস্, কিম্, দ্বি, যুষ্মদ্, অস্মদ্, পূর্ব্ব, পর প্রভৃতি কতক গুলি শব্দকে সর্ব্বনাম কহে। কারণ ইহারা সকলেরই নাম অর্থাৎ সকলের প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে। তন্মধ্যে তদ্শব্দের প্রথমায় সে বা তিনি, যদ্শব্দের যে বা যিনি, এতদ্ ও ইদম্ শব্দের এ বা ইনি; অদস্ শব্দের ও, ঐ বা উনি, অস্মদ্ শব্দের অহং বা আমি এবং যুষ্মদ্ শব্দের ত্বং বা তুমি এই রূপ আকার হইয়া থাকে। এই সকল শব্দের অপরাপর বিভক্তির রূপ লোকে প্রসিদ্ধ আছে।

অব্যয় শব্দ।

৫৩। পূর্ব্বোক্ত শব্দ সকল ব্যতিরিক্ত কতক গুলি শব্দ এরূপ আছে যে তাহাদিগের উত্তর বিভক্তি থাকে না সুতরাং তাহাদের শব্দেরও যে আকার পদেরও সেই আকার হয়। ঐ সকল শব্দকে অব্যয় কহে অব্যয় শব্দ অনেক আছে তন্মধ্যে নিম্নভাগে কতকগুলির নাম লিখিত হইল। যথা—প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ, * অথ, উচ্চৈঃ, হা, অধঃ, চ, তু, বা, হি, রে, হে, অয়ি, অয়ে, যুগপৎ, নিতরাং, সুতরাং, এবং, ধিক্, বিনা তুষ্ণীং যদি, বহিস্, প্রাতর—ইত্যাদি।

—***—

২য় প্রশ্নমালা।

সরস্বতী, কমললোচনা, জ্ঞানবৎ, পতি, গুরু, জামাতৃ, অনন্যমনস্, সখী, পূষন্,

* প্র অবধি আ পর্য্যন্ত ২০ টীকে উপসর্গ কহে। উপসর্গের নিজের কোন অর্থ নাই, শব্দ ও ধাতুর পূর্ব্বে যুক্ত হইয়া বিশেষ২ অর্থের প্রকাশক হয়।

বিধাতৃ, জগদম্বা, লঘীয়স্, শিখিন্ মুনি, মহৎ ও মহারাজ এই শব্দ গুলির প্রথমা ও সম্বোধনে কি২ পদ হয় বল।

কৃত্তিবাসাঃ, কেয়ূরবান্, কিরীটী, গরীয়ান্, ননন্দা, গজৎপিতঃ, ভূয়ান্, নারায়ণি, পুণ্যাত্মা, বুদ্ধিমান্, অন্তঃপাতী, কর্ত্তা, শস্তো, ও সুভ্রু-কোন্ শব্দের উত্তর কোন্ বিভক্তিতে উপরিলিখিত পদ গুলি সিদ্ধ হইল বল।

—*০*—

স্ত্রী প্রত্যয়।

৫৪। আকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আ হয়। যথা, উত্তম+আ=উত্তমা; বাম+আ=বামা; কৃপণ+আ=কৃপণা, নির্দ্দয়+আ=নির্দ্দয়া-ইঃ।

৫৫। আ প্রত্যয় পরেতে অক ভাগান্ত শব্দের অক্ স্থানে ইক্ হয়। যথা, বালক+আ=বালিকা; এই রূপ পাচিকা, নায়িকা, গায়িকা-ইঃ।

৫৬। জাতিবাচক অকারান্ত শব্দের উত্তর

স্ত্রী লিঙ্গে ঈ হয়। যকারোপান্তিম * শব্দের উত্তর হয় না। ঈ পরেতে পূর্ব্বস্থিত অকারের লোপ হয়। যথা; হংস+ঈ=হংসী; ব্রাহ্মণ+ঈ=ব্রাহ্মণী। যকারোপান্তিম শব্দ যথা, ক্ষত্রিয়+আ=ক্ষত্রিয়া; বৈশ্য+আ=বৈশ্যা; (এই দুই স্থলে ৫৪ নিয়মানুসারে আ হইয়াছে।)

৫৭। গুণবাচক অর্থাৎ বিশেষণ উকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয় বিকল্পে †। যথা মৃদু+ঈ=মৃদ্বী; গুরু+ঈ=গুর্ব্বী; সাধু+ঈ=সাধ্বী; ইঃ।

যে পক্ষে ঈ হয় না সে পক্ষে মৃদু, গুরু সাধু এইরূপই থাকিবে।

৫৮। নদ প্রভৃতি ‡ কতকগুলি শব্দ,

* অন্তিম শব্দে শেষ এবং উপান্তিম শব্দে শেষের পূর্ব্ববর্ত্তীকে বুঝায়। যকারোপান্তিম শব্দে যে শব্দের উপান্তিম বর্ণ য থাকে তাহাকে বুঝায়।

† একবার হয় একবার হয় না।

‡ প্রভৃতি দ্বারা গৌর; কুমারি, সুন্দর, তরুণ, তট, পুত্র, ঘট, কিশোর, দেব, কাল, নশ্বর, ঈশ্বর, ইত্যাদি শব্দ বুঝাইবে।

নকারান্ত ঋকারান্ত, অৎ ও ঈয়স্ ভাগান্ত শব্দ, এবং ষকারেৎ ও টকারেৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ইহাদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা (নদ প্রভৃতি) নদ+ঈ=নদী, গৌর+ঈ=গৌরী, (নকারান্ত) তপস্বিন্+ঈ=তপস্বিনী, কামিন্+ঈ=কামিনী; (ঋকারান্ত) কর্তৃ+ঈ=কর্ত্রী; বিধাতৃ+ঈ=বিধাত্রী। (অৎ ভাগান্ত) দয়াবৎ+ঈ=দয়াবতী; শ্রীমৎ+ঈ=শ্রীমতী। (ঈয়স্ ভাগান্ত) ভূয়স্+ঈ=ভূয়সী; গরীয়স্+ঈ=গরীয়সী। (ষকারেৎ) ভাগীরথ+ঈ=ভাগীরথী; জানক+ঈ=জানকী। (টকারেৎ) সহচর+ঈ=সহচরী; কাষ্ঠময়+ঈ=কাষ্ঠময়ী।—ইঃ।

৫৯। ঈ পরেতে অন্ ভাগান্ত শব্দের অকারের লোপ হয়। যথা রাজন্+ঈ=রাজ্ঞী; মালতীনামন্+ঈ=মালতীনাম্নী—ইঃ।

৬০। অঙ্গবাচক-পদ-ঘটিত অকারান্ত বিশেষণ শব্দ এবং ক্তি প্রত্যয়ান্ত ভিন্ন ইকারান্ত শব্দ ইহাদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈ হয়। যথা সুমুখ+ঈ=সুমখী; মৃগনয়ন+ঈ=মৃগনয়নী; দীর্ঘকেশ+ঈ=দীর্ঘকেশী; শ্রেণি+

ঈ=শ্রেণী ; বিপণি+ঈ=বিপণী ; ভূমি+ঈ= ভূমী—ইঃ।

ঈ না হইবার পক্ষে সুমুখা, মৃগনয়না, দীর্ঘ-কেশা, শ্রেণি, বিপণি, ভূমি-ই।

ক্তি প্রত্যয়ান্ত শব্দ যথা বুদ্ধি, স্মৃতি, মুক্তি ভক্তি-ইঃ।

৬১। পত্নী অর্থে অকারান্ত শব্দের উ-ত্তর ঈ হয়। যথা ঈশান+ঈ=ঈশানী ; গোপ+ঈ=গোপী—ইঃ।

৬২। শূদ্রের পত্নী এই অর্থে শূদ্রী এবং শূদ্র জাতীয় স্ত্রী এই অর্থে শূদ্রা হয়।

৬৩। পত্নী অর্থে ব্রহ্মন্ রুদ্র, ভব, সর্ব্ব, মৃড়, ইন্দ্র ও বরুণ এই কয়েক শব্দের উত্তর আনী প্রত্যয় হয়। ঐ আনী পরেতে পূর্ব্বস্থিত ন্ এর লোপ হয়। ব্রহ্মার পত্নী এই অর্থে ব্রহ্মন্+আনী=ব্রহ্মাণী। এই রূপ রুদ্রাণী ভবানী—ইঃ।

৬৪। পত্নী অর্থে মাতুল শব্দের উত্তর আনী ঈ ও আ হয় এবং জাতি অর্থে ক্ষত্রিয় শব্দের আনী ও আ হয়। যথা মাতুলানী, মাতুলী, মাতুলা, ক্ষত্রিয়াণী, ক্ষত্রিয়া।

৬৫। নিপাতনে * স্ত্রী বিহিত ঈ প্রত্যয় হইয়া নর শব্দ হইতে নারী হয়। এইরূপ ঈ হইয়া

হিম শব্দ হইতে	হিমানী
অরণ্য	অরণ্যানী
সখি	সখী
পতি	পত্নী
যুবন্	যুবতী ও যূনী
বিদ্বস্	বিদুষী
শ্বন্	শুনী—ইঃ।

৬৬। অজ প্রভৃতি † কতকগুলি শব্দের উত্তর স্ত্রী বিহিত ঈ হয় না। যথা অজ+আ= অজা। স্বসৃ+০ স্বসা (প্রথমায়;) মাতৃ+০= মাতা—ইঃ।

---

*যে সকল এক একটী পদ সিদ্ধ করিতে এক একটী পৃথক্ নিয়মের আবশ্যকতা হয়, বৈয়াকরণেরা উহা-দিগকে নিপাতনে সিদ্ধ করিয়া থাকেন। 'অমুক পদ নিপাতনে সিদ্ধ হইল' একথা বলিলে তথায় অপর কোন নিয়মাদি বলিবার আবশ্যকতা থাকে না।

†অজাদি জন্য অশ্বা, বড়বা, স্বসা, মাতা, দুহিতা, ননান্দা, যাতা, বরটা, মক্ষিকা, পিপীলিকা—ইঃ।

৩য় প্রশ্নমালা।

কোন্২ শব্দের উত্তর কোন্২ অর্থে কোন্২ স্ত্রী বিহিত প্রত্যয় হইয়া নিম্ন লিখিত শব্দগুলি হইয়াছে বল।

মনোহারিণী, জনকসুতা, কিন্নরকণ্ঠী, মহীয়সী, নির্লজ্জা, জনয়িত্রী, পরিচারিকা, পটুী, ভাগ্যবতী, সুন্দরী, ইন্দ্রাণী, যুবতী, পার্ব্বতী, ও নর্ত্তকী।

নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে স্ত্রী বিহিত প্রত্যয় কর। শূর্পনখ, বৈদ্য, পুত্র, মৃণ্ময়; অবনি, পশু, দুহিতৃ, ব্যাঘ্র; মনুষ্য, অশ্ব, লঘু, বুদ্ধিমৎ, রচয়িতৃ, গঙ্গানামন্, হতভাগ্য ও পাঠক।

—✱০✱—

কারক।

৬৭। ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় অর্থাৎ যোগ থাকে তাহাকে কারক কহে।

৬৮। কারক ছয় প্রকার। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

—✱—

কর্ত্তা।

৬৯। যে ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাহাকে কর্ত্তা কহে। কর্ত্তৃকারকে প্রথমা ✱ বিভক্তি হয়। যথা পিতা যাইতেছেন রাজাদেখিতেছেন-ইঃ। এ স্থলে যাওয়া ও দেখা ক্রিয়ার সম্পাদক পিতা ও রাজা এজন্য উহারা কর্ত্তৃপদ।

৭০। সম্বোধনেও প্রথমা বিভক্তি হয়। (সম্বোধন পদের আকার পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে) যে পদ উল্লেখ করিয়া কাহাকেও আহ্বান করা যায় তাহাকে সম্বোধন কহে। "সখে! শ্রবণ কর" এস্থলে শ্রবণ করাইবার অভিলাষে "সখে!" এই পদ দ্বারা সখাকে আহ্বান করা হইতেছে অতএব উহা সম্বোধন পদ।

✱ পূর্ব্বে প্রথমা বিভক্তির পদ সকল যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; স্থল বিশেষে তাহার অন্যথাও হইয়া থাকে। যথা 'লোকে বলে' 'রাজায় মারে' 'আমাকে দেখিতে হইবে' ইত্যাদি স্থলে 'লোকে' 'রাজায়' ও 'আমাকে' ইহারা কর্ত্তৃকারক সুতরাং প্রথমান্ত পদ।

৭১। কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগে কর্ম্ম পদেও প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা 'আমি দৃষ্ট হইব' ইহা শুনা যায়, ইত্যাদি স্থলে 'আমি' ও 'ইহা' প্রথমান্ত হইয়াছে।

—✻○✻—

কর্ম্ম।

৭২। যাহা করা যায়, যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায়, যাহা দেওয়া যায় ইত্যাদিকে কর্ম্ম কারক কহে। কর্ম্ম কারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। এই দ্বিতীয়ান্ত পদের আকার অনেক স্থলেই প্রথমান্ত পদের ন্যায় ভিন্নাকার ধারণ করে না। অর্থাৎ 'কে' বিভক্তি যুক্ত * হয় না। যথা ঘট করিতেছে, তাঁহাকে দেখিলাম, ইহা শুনিয়াছি, টাকা দিব—ইঃ।

৭৩। ধিক্, নমস্কার; বিনা, ব্যতিরেক প্রভৃতি শব্দের যোগেও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা তাঁহাকে ধিক্, তোমাকে নমস্কার,

*তোমায় বলি, সীতারে কহিলেন, গ্রামে যাইব ইত্যাদি স্থলে 'তোমায়' সীতারে ও গ্রামে ইত্যাদি অপররূপ ও ভিন্নাকার হয়।

তোমাবিনা কষ্ট পাইব, আমা ব্যতিরেকে হইবে না *—ইঃ।

—✻✻—

করণ।

৭৪। যাহা দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করা যায় তাহাকে করণ কারক কহে। করণে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা হস্ত দ্বারা লইতেছে, চক্ষুর্দ্বারা দেখিতেছে, দন্ত দ্বারা † কাটিতেছে—ইঃ।

৭৫। কর্ম্ম বাচ্য প্রয়োগে কর্ত্তৃপদে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। কিন্তু সে স্থলে দ্বারার পরিবর্ত্তে প্রায়ই 'কর্ত্তৃক' শব্দ প্রযুক্ত হয়। যথা রাম কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—ইঃ।

*বিনা ও ব্যতিরেক শব্দের যোগে প্রথমাও হয়। যথা তুমি বিনা কে যাইবে? আমি ব্যতিরেকে অন্যে জানে না—ইঃ।

† দ্বারার পরিবর্ত্তে কখন২ প্রযুক্ত, দিয়া, করিয়া, এ, প্রভৃতি শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা দন্ত দিয়া কাটিতেছে, পথদিয়া চলিল, গাড়ী করিয়া আনিল, কলে নির্ম্মিত—ইঃ।

সম্প্রদান।

৭৬। যাহাকে কোন বস্তু দান করা যায় তাহাকে সম্প্রদান কারক কহে। সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয় এবং নিয়তই দাধাতুর যোগ থাকে। যথা 'দরিদ্রকে' অন্ন দাও, অনাথকে আশ্রয় দাও। এস্থলে 'দরিদ্রকে' সম্প্রদান কারক, অর্থ ও আশ্রয় কর্ম্ম কারক।

অপাদান।

৭৭। যাহা হইতে কোন বস্তু বা ব্যক্তি চলিত, ভীত, গৃহীত, উৎপন্ন, রক্ষিত, বিরত ও অন্তর্হিত হয় তাহাকে অপাদান কহে। অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হয়; যথা নগর হইতে আসিতেছে, কূপ হইতে লইতেছে, পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত হও—ইঃ।

৭৮। পৃথগর্থ শব্দ ও আরম্ভ, ভিন্ন, অপেক্ষা প্রভৃতি শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়; যথা মেঘ বাষ্প হইতে পৃথক নহে, নগর হইতে আরম্ভ করিতেছে, ইহা তাহা হইতে ভিন্ন—ইঃ।

অধিকরণ।

৭৯। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কহে। অধিকরণে সপ্তমী * বিভক্তি হয়। এই অধিকরণ তিন প্রকার; আধারাধিকরণ, কালাধিকরণ ও বিষয়াধিকরণ; যথা (১ম) নদীতে আছে, (২য়) রজনীতে যাইব, (৩য়) কার্য্যেতে ব্যাপৃত।

—*০*—

সম্বন্ধ।

৮০। এক পদের সহিত অপর পদের স্ব স্বামিভাব প্রভৃতি যে বিশেষরূপ সম্পর্ক তাহাকে সম্বন্ধ কহে। সম্বন্ধে ষষ্ঠী † বিভক্তি হয়। যথা রাজার ধন, আমার হস্ত—ইঃ।

৮১। সহার্থক, সমানার্থক ও নিমিত্তার্থক শব্দ ও প্রতি অপেক্ষা প্রভৃতি শব্দ ইহাদের যোগে এবং কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগে

---

* সপ্তমীর আকার সর্ব্বস্থলে 'তে' না হইয়া কোন২ স্থলে 'এ' ও 'য়' হইয়া থাকে। যথা গ্রামে থাকে, পাঠশালায় পড়ে—ইঃ।

† ষষ্ঠীর আকার সর্ব্বত্র 'র' না হইয়া অনেক স্থানে 'এর' হয়। যথা রামের হস্ত—ইঃ।

কোন কোন স্থলে কর্ত্তায়, ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা পাপের সহিত যুদ্ধকর ; রোগের সমান শত্রু নাই ; ধর্ম্মের নিমিত্ত ক্লেশ পাইলে হানি নাই ; দীনের প্রতি দয়া কর ; তাহার অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই ; আমার শুনা হইয়াছে।

৮২। ক্রিয়ার সহিত অন্বিত নহে বলিয়া সম্বন্ধ কারক মধ্যে গণ্য নহে।

বিশেষ্য।

৮৩। বস্তু বা ব্যক্তির নামকে বিশেষ্য কহে। বিশেষ্যকে ধর্ম্মপদও বলা গিয়া থাকে। যথা মনুষ্য, অশ্ব, গৃহ, পুস্তক—ইঃ।

৮৪। তদ্ধিতের ভাবার্থক প্রত্যয়ান্ত পদ এবং কৃতের ভাববাচ্য-বিহিত ক্রিয়া পদ সকল ও বিশেষ্য হয়। যথা জড়তা, মহিমা, দর্শন, অর্চ্চনা, করা, দেখা—ইঃ।

বিশেষণ।

৮৫। যাহা দ্বারা বিশেষ্যের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ হয় তাহাকে বিশেষণ কহে। বিশেষণকে গুণবাচক ও ধর্ম্মিপদও বলা গিয়া থাকে। যথা নূতন, উত্তম, বৃদ্ধ, ভাল—ইঃ।

৮৬। বিশেষ্য পদের যে লিঙ্গ, যে কারক ও যে বচন হয় বিশেষণ পদেরও সেই লিঙ্গ, সেই কারক ও সেই বচন হয়। সুতরাং বিশেষণের লিঙ্গাদি কিছুই নাই। বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হইলে বিশেষণ পদ অনেক সময়ে স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া থাকে। যথা সুন্দরী কন্যা, ফলবতী লতা—ইঃ।

৮৭। কোন২ বিশেষণ কখন২ বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তখন তাহার লিঙ্গাদি সমুদয়ই থাকে। যথা সুন্দরীর লক্ষণ, পণ্ডিতেরা কহেন—ইঃ।

৮৮। কতকগুলি পদ বিশেষণেরও বিশেষণ হয় যথা অতিমূর্খ, বড়পণ্ডিত, নিতান্ত মন্দ—ইঃ।

৮৯। যে সকল পদ ক্রিয়ার কোন অবস্থা প্রকাশ করে তাহাকে ক্রিয়াবিশেষণ কহে। যথা শীঘ্র চল, স্পষ্টরূপে পড়, সজলনয়নে কহিলেন, উত্তমরূপে দেখিলাম, প্রণতিপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন—ইঃ।

—০০—

উদ্দেশ্য বিধেয়।

৯০। কখনং একটী বাক্যের মধ্যে সম-কারক দুইটী বিশেষ্য পদ থাকে, তাহার মধ্যে একটী অপ্রধান ও অপরটী প্রধানরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই অপ্রধানটীকে উদ্দেশ্য ও প্রধানটীকে বিধেয় বলা যায়। যথা "স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল" এই বাক্যে স্বাস্থ্য ও মূল দুই পদই 'হয়' উহ্য ক্রিয়ার কর্ত্তা ; তন্মধ্যে স্বাস্থ্য উদ্দেশ্য কর্ত্তা ও 'মূল' বিধেয় কর্ত্তা। এইরূপ কাষ্ঠ নৌকা হইতেছে, মৃত্তিকাকে ঘট করিতেছে, গ্রাম বন হইয়াছে—ইঃ।

৯১। যে স্থলে বিশেষণ পদ বিশেষ্য অপেক্ষা প্রধানরূপে অভিহিত হয় এবং ঐ বিশেষণের উত্তরই ক্রিয়া প্রযুক্ত হয় সেখানে ঐ বিশেষণকে 'বিধেয়-বিশেষণ' বলা যায়। যথা, হরি ভাল নহে, সীতা বড় সাধ্বী ছিলেন, তুমি বড় দুরন্ত হইয়াছ—ইঃ।

৪র্থ প্রশ্নমালা।

নিম্ন লিখিত বাক্যগুলির মধ্যে যে যে পদে যে যে কারক আছে বল এবং উহার

মধ্যস্থ বিশেষ্য ও বিশেষণ এবং উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদগুলি বাহির করিয়া দেও।

সংসারে দুঃখের পরিসীমা নাই, সহস্র সাবধান হও, অতর্কিতরূপে এমত বিপদ্ সকল উপস্থিত হইবে যে, তাহাহইতে উত্তীর্ণ হওয়া দুর্ঘট। ঘনাবৃত অমানিশাতে খদ্যোতের আলোক যেরূপ অকিঞ্চিৎকর, সংসারের সুখভোগও সেইরূপ। লোকে সেই সুখে মুগ্ধ হইয়া আপনাকে পরমসুখী জ্ঞান করে।

—০০—

সমাস।

৯২। দুই বা বহু পদের একত্রীকরণের নাম সমাস। যে বাক্য বলিয়া সমাস করা যায় তাহাকে সমাসের বিগ্রহ বা ব্যাস বাক্য কহে। সমাস করিয়া যে পদ হয় তাহাকে সমস্তপদ বলা যায়। সমাসের মধ্যবর্ত্তী কোন পদে বিভক্তি থাকেনা—সমস্ত পদের অন্তে একবারে একটী বিভক্তি হয়।

৯৩। সমাস ছয় প্রকার দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।

দ্বন্দ্ব।

—✻○✻—

৯৪। পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা বহু পদের সমাসকে দ্বন্দ্ব সমাস কহে। দ্বন্দ্ব সমাসে প্রত্যেক পদেরই প্রাধান্য থাকে। যথা, হিত ও অহিত এই বাক্যে হিতাহিত। এইরূপ ভীমার্জ্জুন, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম —ইঃ।

৯৫। দ্বন্দ্ব সমাসে মাতৃ পিতৃ বা পুত্র শব্দ পরেতে পূর্ব্বস্থিত মাতৃ বা পিতৃ শব্দের ঋ স্থানে আ হয়। যথা মাতাপিতা; পিতাপুত্র; মাতাপুত্র—ইঃ।

৯৬। অহন্ শব্দ, রাত্রি ও নিশা শব্দের সহিত দ্বন্দ্ব সমাস হইয়া নিপাতনে অহোরাত্র ও অহর্নিশ হয়।

—✻○✻—

বহুব্রীহি।

৯৭। যে কয়েক পদে সমাস করা যায় তাহাদের যে অর্থ তাহা না বুঝাইয়া যে খানে অন্য বস্তু বা ব্যক্তির বোধ হয় তাহাকে বহু-

ব্রীহি কহে। বহুব্রীহি সমাসের বিগ্রহ বাক্যে একটী যদ্ শব্দের প্রয়োগ থাকে এবং সমস্ত পদ অপরের বিশেষণ হয়। যথা সৎ চরিত্র যার এই বাক্যে সচ্চরিত্র; এস্থলে সচ্চরিত্র শব্দে, সৎ ও চরিত্র এ উভয়ের অর্থ না বুঝাইয়া উত্তম চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তির বোধ হইতেছে। এইরূপ পীতাম্বর, লম্বোদর, শূলপাণি, চন্দ্রশেখর—ইঃ।

৯৮। সমাসে কখন২ মধ্যবর্ত্তী দুই এক পদের লোপ হয়। এইরূপ সমাসকে 'মধ্যপদলোপী' সমাস কহে। যথা খঞ্জনের ন্যায় নেত্র যার এই বাক্যে খঞ্জননেত্রা, মৃগের নয়নের ন্যায় চঞ্চল নয়ন যার এই বাক্যে মৃগনয়না। এখানে পূর্ব্বস্থলে ন্যায় শব্দের এবং পর স্থলে নয়ন চঞ্চল ও ন্যায় শব্দের লোপ হইয়াছে।

৯৯। বহুব্রীহি সমাসে কোন২ স্থলে সমস্ত পদের উত্তর ক হয়। যথা অন্যমনস্ক, অল্পবয়স্ক, বিনয়পূর্ব্বক—ইঃ।

১০০। বহুব্রীহি সমাসের অন্তস্থিত দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়। যথা নির্দ্দয়, দুরাকাঙ্ক্ষ, নানাবিধ, শীতগু—ইঃ।

১০১। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদস্থিত সহ শব্দ স্থানে স আদেশ হয়। যথা চিন্তার সহিত বর্ত্তমান এই অর্থে সচিন্ত, এইরূপ সলজ্জ, সস্ত্রীক, সপরিবার—ইঃ।

১০২। সমাসের পূর্ব্বপদস্থিত মহৎ শব্দের স্থানে মহা আদেশ হয়। যথা মহৎ-আশয় যার এই অর্থে মহাশয়; এইরূপ মহাত্মা, মহাবল, মহানুভব—ইঃ।

১০৩। সমাসের পূর্ব্বপদস্থিত নিষেধার্থক ন স্থানে (প্রায়) স্বরবর্ণ পরে অন্ ও ব্যঞ্জন বর্ণ পরে অ হয়। যথা অনন্ত, অনুদ্দেশ, অমর, অনাথ—ইঃ।

১০৪। বহুব্রীহি সমাসের অন্তস্থিত অক্ষি শব্দের উত্তর ষ প্রত্যয় হয়। ষ ইৎ * গিয়া অকার থাকে।—

১০৫। সমাস ও তদ্ধিতের স্বরবর্ণ ও য পরেতে অবর্ণ ও ইবর্ণের লোপ এবং উকার

* কোন কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত প্রত্যয়ের সহিত যে বর্ণ আনিতে হয় এবং প্রয়োগ কালে যাহা থাকে না তাহাকে 'ইৎ' কহে।

স্থানে ও হয়। যথা সরোজের ন্যায় অক্ষি যার (যে স্ত্রীর) এই বাক্যে সরোজ+অক্ষি+অ=সরোজাক্ষ+ঈ (ষ ইৎ প্রত্যয়ান্ত প্রযুক্ত ৫৮ সূত্রানুসারে)=সরোজাক্ষী; এইরূপ বিশালাক্ষী; পুণ্ডরীকাক্ষ—ইঃ।

১০৬। বহুব্রীহি সমাসের অন্তস্থিত নাভি শব্দের উত্তর অ এবং ধর্ম্ম শব্দের উত্তর অন্ হয়। পদ্ম নাভিতে যার এই বাক্যে পদ্মনাভ; এইরূপ ঊর্ণনাভ। বি (বিগত) ধর্ম্ম যার এই বাক্যে বি+ধর্ম্ম+অন্=বিধর্ম্মন্, =(প্রথমায়) বিধর্ম্মা; এইরূপ একধর্ম্মা।

১০৭। পরস্পর একরূপ ক্রিয়া করণার্থে সমস্ত পদের উত্তর চি প্রত্যয় হয়; এবং তাহা হইলে পূর্ব্ব পদের অন্তস্থিত হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ ও ইকারাদির স্থানে প্রায় আকার হয়। চি প্রত্যয়ের চ ইৎ যাইয়া ইকার থাকে। চইৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ অব্যয় হয়। যথা কেশে কেশে গ্রহণ করিয়া প্রবৃত্ত যে যুদ্ধ এই বাক্যে কেশাকেশি; এইরূপ মুষ্টামুষ্টি; দণ্ডাদণ্ডি—ইঃ।

১০৮। বিকল্পার্থে যে সমাস হয় তাহাকেও বহুব্রীহি কহে। যথা ন্যূন বা অধিক

১০১। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদস্থিত সহ শব্দ স্থানে স আদেশ হয়। যথা চিন্তার সহিত বর্ত্তমান এই অর্থে সচিন্ত, এইরূপ সলজ্জ, সস্ত্রীক, সপরিবার—ইঃ।

১০২। সমাসের পূর্ব্বপদস্থিত মহৎ শব্দের স্থানে মহা আদেশ হয়। যথা মহৎ-আশয় যার এই অর্থে মহাশয়; এইরূপ মহাত্মা, মহাবল, মহানুভব—ইঃ।

১০৩। সমাসের পূর্ব্বপদস্থিত নিষেধার্থক ন স্থানে (প্রায়) স্বরবর্ণ পরে অন্ ও ব্যঞ্জন বর্ণ পরে অ হয়। যথা অনন্ত, অনুদ্দেশ, অমর, অনাথ—ইঃ।

১০৪। বহুব্রীহি সমাসের অন্তস্থিত অক্ষি শব্দের উত্তর ষ প্রত্যয় হয়। ষ ইৎ *গিয়া অকার থাকে।—

১০৫। সমাস ও তদ্ধিতের স্বরবর্ণ ও য পরেতে অবর্ণ ও ইবর্ণের লোপ এবং উকার

* কোন কার্য্যের সম্পাদন করিবার নিমিত্ত প্রত্যয়ের সহিত যে বর্ণ আনিতে হয় এবং প্রয়োগ কালে যাহা থাকে না তাহাকে 'ইৎ' কহে।

স্থানে ও হয়। যথা সরোজের ন্যায় অক্ষি যার (যে স্ত্রীর) এই বাক্যে সরোজ+অক্ষি+ষ=সরোজাক্ষ+ঈ (ষ ইৎ প্রত্যয়ান্ত প্রযুক্ত ৫৮ সূত্রানুসারে)=সরোজাক্ষী; এইরূপ বিশালাক্ষী; পুণ্ডরীকাক্ষ—ইঃ।

১০৬। বহুব্রীহি সমাসের অন্তস্থিত নাভি শব্দের উত্তর অ এবং ধর্ম্ম শব্দের উত্তর অন্ হয়। পদ্ম নাভিতে যার এই বাক্যে পদ্মনাভ; এইরূপ ঊর্ণনাভ। বি (বিগত) ধর্ম্ম যার এই বাক্যে বি+ধর্ম্ম+অন্=বিধর্ম্মন্, =(প্রথমায়) বিধর্ম্মা; এইরূপ একধর্ম্মা।

১০৭। পরস্পর একরূপ ক্রিয়া করণার্থে সমস্ত পদের উত্তর চি প্রত্যয় হয়; এবং তাহা হইলে পূর্ব্ব পদের অন্তস্থিত হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ ও ইকারাদির স্থানে প্রায় আকার হয়। চি প্রত্যয়ের চ ইৎ যাইয়া ইকার থাকে। চইৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ অব্যয় হয়। যথা কেশে কেশে গ্রহণ করিয়া প্রবৃত্ত যে যুদ্ধ এই বাক্যে কেশাকেশি; এইরূপ মুষ্টামুষ্টি; দণ্ডাদণ্ডি—ইঃ।

১০৮। বিকল্পার্থে যে সমাস হয় তাহাকেও বহুব্রীহি কহে। যথা ন্যূন বা অধিক

এই অর্থে ন্যূনাধিক ; দুই বা তিন এই অর্থে দ্বিত্রি—ইঃ।

—*০*—

কর্ম্মধারয়।

১০৯। বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের সমাসকে কর্ম্মধারয় কহে। যথা নীলোৎপল ; মহামূর্খ—ইঃ।

১১০। কর্ম্মধারয় সমাসের বিগ্রহ বাক্যে পূর্ব্ব পদের উত্তর কখন২ 'রূপ' 'স্বরূপ' ইত্যাদি পদ প্রযুক্ত হয় কিন্তু সমাসকালে তাহা থাকে না; এইরূপ সমাসকে 'রূপক-কর্ম্মধারয়' কহা যায়। যথা মুখরূপ চন্দ্র এই বাক্যে মুখ, চন্দ্র পাপস্বরূপ পঙ্ক এই বাক্যে পাপপঙ্ক—ইঃ।

১১১। সমাসের পূর্ব্ব পদস্থিত বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, প্রায় সকল স্থানেই পুংলিঙ্গের ন্যায় হয়। যথা দীর্ঘা যষ্টি এই বাক্যে দীর্ঘ-যষ্টি ; তীক্ষ্ণা বুদ্ধি তীক্ষ্ণবুদ্ধি—ইঃ।

১১২। দশন্ শব্দ পরেতে এক শব্দের স্থানে একা আদেশ হয়। যথা একাধিক দশ

এই বাক্যে মধ্যপদ লোপী সমাসে অধিক পদের লোপ হইয়া এক শব্দের স্থানে একা আদেশ হওয়াতে, একাদশন্ (প্রথমায়) একাদশ *।

১১৩। ষড়ধিক ও দশন্ শব্দে সমাস করিয়া নিপাতনে ষোড়শ হয়।

১১৪। দশন্ বিংশতি বা ত্রিংশৎ শব্দ পরেতে দ্বি ত্রি ও অষ্টন্ শব্দের স্থানে যথাক্রমে দ্বা, ত্রয়ঃ ও অষ্টা আদেশ হয় ; চত্বারিংশৎ, ষষ্টি, সপ্ততি ও নবতি পরে বিকল্পে হয়; অশীতি পরে হয় না। দ্ব্যধিক দশ এই বাক্যে পূর্ব্ববৎ অধিক পদের লোপ হইয়া দ্বি শব্দের স্থানে দ্বা আদেশ হওয়াতে দ্বাদশ; এইরূপ ত্রয়োদশ ; অষ্টাদশ ; দ্বাবিংশতি ; দ্বাচত্বারিংশৎ দ্বিচত্বারিংশৎ—ইঃ। অশীতি পরে দ্ব্যশীতি।

১১৫। কর্ম্মধারয় ও তৎপুরুষ সমাসের অন্তস্থিত সখি অহন্ ও রাজন্ শব্দের উত্তর

---

* ন্ কারান্ত সংখ্যাবাচক শব্দের প্রথমায় এই রূপই হইয়া থাকে।—এক, দ্বি, ত্রি, চতুর্, পঞ্চন্, ইত্যাদি শব্দকে সংখ্যাবাচক শব্দ কহে। সংখ্যাবাচক শব্দেরা প্রায় বিশেষণরূপে থাকে।

ষ প্রত্যয় হয়। ষইৎ গিয়া অকার থাকে। প্রিয়+সখি+ষ=প্রিয়সখ; ষইৎ প্রযুক্ত স্ত্রীলিঙ্গে প্রিয়সখী।

১১৬। সমাস ও তদ্ধিত প্রত্যয় পরেতে শব্দের অন্তস্থিত ন কারের লোপ হয়, কিন্তু কোনং স্থলে হয় না। যথা মহারাজ, পুণ্যাহ—ইঃ।

১১৭। পূর্ব্ব অপর প্রভৃতি শব্দের উত্তর অহন্ শব্দ স্থানে অহ্ন আদেশ এবং রাত্রি শব্দের উত্তর অ প্রত্যয় হয়। যথা পূর্ব্বাহ্ন, অপরাহ্ন এবং পূর্ব্বরাত্র, অপররাত্র—ইঃ।

১১৮। কর্ম্মধারয় সমাসের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য শব্দ স্থানে অন্তর আদেশ এবং উহা পরবর্ত্তী হয়। যথা অন্য গৃহ গৃহান্তর; অন্য লোক লোকান্তর—ইঃ।

—

তৎপুরুষ।

১১৯। যেখানে পূর্ব্বপদ প্রথমা ভিন্ন বিভক্তি যুক্ত এবং পরপদ প্রথমা যুক্ত হয় তাহাকে তৎপুরুষ সমাস কহে। পূর্ব্ব পদের

বিভক্তির নামানুসারে তৎপুরুষের নাম ভেদ হয়—অর্থাৎ পূর্ব্বপদ দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হইলে তাহাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া বিভক্তি যুক্ত হইলে তৃতীয়া তৎপুরুষ ইত্যাদি বলা যায়। যথা (২) গঙ্গাপ্রাপ্ত (৩) ক্রোধান্ধ (৪) দেবদত্ত (৫) রোগমুক্ত (৬) বায়ুসখ (৭) বনবাস—ইঃ।

১২০। ক্রিয়াবিশেষণের সহিত যে তৎপুরুষ হয় তাহাকেও দ্বিতীয়াতৎপুরুষ বলা যায়। যথা নবোদিত; চিরোজ্জ্বল; অর্দ্ধোচ্চারিত—ইঃ।

১২১। নিষেধার্থক ন র সহিত যে অপর শব্দের সমাস হয় তাহাকে নঞ্ তৎপুরুষ কহে। যথা ন ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ন সতী অসতী—ইঃ।

১২২। সমাসের পূর্ব্বপদের অন্তস্থিত ন্ কারের লোপ হয়। যথা আত্মমত রাজভবন—ইঃ।

—*—

দ্বিগু।

১২৩। সমাহার অর্থ হয় এবং সংখ্যা-

বাচক পদ পূর্ব্বে থাকে এরূপ যে সমাস তাহাকে দ্বিগু * কহে। দ্বিগু করিলে কোন২ স্থলে স্ত্রীলিঙ্গও ঈ হয়। সমাহার বলিলে এক কালে অনেক বস্তুর বোধ হয়। যথা তিন লোকের সমাহার এই বাক্যে ত্রিলোকী; এইরূপ পঞ্চবটী, শতাব্দী, ত্রিভুবন—ইঃ।

১২৪। সামীপ্য সাদৃশ্য বীপ্সা † অনতিক্রম, অভাব পর্য্যন্ত ইত্যাদি অর্থে যে সমাস হয় তাহার নাম অব্যয়ীভাব। অব্যয়ীভাবের পূর্ব্বপদ অব্যয় থাকে। যথা কূলের সমীপে এই অর্থে উপকূল; রূপের সদৃশ এই অর্থে প্রতিরূপ; শক্তি অতিক্রম না করিয়া এই অর্থে যথাশক্তি; বিঘ্নের অভাব এই অর্থে নির্ব্বিঘ্ন; জীবন পর্য্যন্ত এই অর্থে যাবজ্জীবন।

---

* সমাহার ভিন্ন অপরার্থেও দ্বিগু হয় কিন্তু বাঙ্গালায় সে সকলকে অপরাপর সমাসের অন্তর্ভূত করিতে পারা যায় বলিয়া তাহা এস্থলে উপেক্ষিত হইল।

† পৌনঃপুন্য।

১২৫। সং, পরঃ ও প্রতি শব্দের পরঃস্থিত অক্ষি শব্দের উত্তর অপ্রত্যয় হয়। যথা সমক্ষ, পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ।

—***—

সাধারণ সমাস।

১২৬। সমাসের অন্তস্থিত পথিন্ ও অপ্ শব্দের উত্তর অপ্রত্যয় হয়। যথা চারি পথের সমাহার এই বাক্যে চতুষ্পথ; বিপথ, কুপথ—ইঃ।

১২৭। দ্বি ও অন্তর্ শব্দের উত্তর অপ্ শব্দের অকার স্থানে ঈ কার এবং অনুর পর উকার হয়। যথা, দ্বি+অপ্+অ=দ্বি+ঈপ্+অ=দ্বীপ; এইরূপ অন্তরীপ; অনূপ।

১২৮। স্বরবর্ণ পরেতে কুশব্দের স্থানে কৎ আদেশ হয় এবং পুরুষ পরেতে বিকল্পে কা হয়। যথা কদন্ন, কদাচার; কাপুরুষ কুপুরুষ—ইঃ।

১২৯। সমাসের পূর্ব্বপদে থাকিলে বা কোন তদ্ধিত প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দের স্থানে একবচনের

অর্থে যথাক্রমে ত্বদ্ ও মদ্ আদেশ হয়। তোমার চরণ এই অর্থে ত্বচ্চরণ; আমা কর্তৃক দত্ত এই অর্থে মদ্দত্ত—ইঃ।

১৩০। সু সুরভি পূতি প্রভৃতি শব্দের পরস্থিত গন্ধ শব্দের উত্তর ই প্রত্যয় হয়। যথা সুগন্ধি—ইঃ।

১৩১। রূপ, নামন্, গোত্র, বর্ণ, বয়ঃ, ধর্ম্ম, জাতীয়, তীর্থ, পিণ্ড প্রভৃতি শব্দ পরেতে সমান শব্দের স্থানে স আদেশ হয় এবং বহুব্রীহি সমাসে সমান শব্দের পর পতি শব্দ থাকিলে তাহার স্থানে পত্নী আদেশ হয়। যথা সরূপ; সনামা; সগোত্র; সপত্নী—ইঃ।

—*০*—

৫ম প্রশ্নমালা।

পরবর্ত্তী ব্যাসবাক্য সকলে কি কি সমাস হয় বল।

তোমার কৃত, নির্ম্মলা বুদ্ধি যার, সমুদ্র পর্য্যন্ত, মগধের রাজা, ত্র্যধিক পঞ্চাশৎ, সমান তীর্থ (গুরু) যার, বিনয়ের সহিত বর্ত্তমান, মাতার পিতা, বনের সদৃশ, পদ্মপলাশের

ন্যায় অক্ষি যার (স্ত্রীর) উৎ (উদ্গত) হইয়াছে নিদ্রা যায়।

নিম্ন লিখিত পদগুলির সমাস স্থির কর।

মধ্যাহ্ন, সত্ত্বরজস্তমঃ, চারুপাঠ, বিদ্যারত্ন, সদসৎপরিচ্ছেদনাবিহীন, সবর্ণ, ত্রিবেদী, দ্বাসপ্ততি, হিমশিশিরবসন্তগ্রীষ্মবর্ষাশরৎ, কামিনীজনসুলভভীরুতাপরবশা, হস্তাহস্তি, নবদূর্ব্বাদল শ্যামল পিতৃদত্ত, আমরণ, সপিণ্ড, অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন।

তদ্ধিত।

১৩২। যে প্রকরণে শব্দের উত্তর প্রত্যয় করিয়া অপর শব্দ উৎপন্ন হয় সেই প্রকরণের নাম তদ্ধিত।

১৩৩। শব্দের উত্তর অপত্য অর্থাৎ সন্তানার্থে ষ্ণ, ষ্ণ্য, ষ্ণেয়, ষ্ণায়ন, ষ্ণি, ষ্ণিক ও ণীয় প্রত্যয় হয়; এই সকল প্রত্যয়ের ষ ণ ইৎ যাইয়া যথাক্রমে অ, য়, এয়, আয়ন, ই, ইক, ঈয় থাকে। *

*সকল শব্দের উত্তরই সকল প্রত্যয় হয় না, কতক গুলি নির্দ্দিষ্ট শব্দের উত্তর নির্দ্দিষ্ট প্রত্যয় হইয়া থাকে। বাহুল্য ভয়ে তৎ সমস্ত লিখিত হইল না।

১৩৪। ণ ইৎ প্রত্যয় পরেতে শব্দের আদি স্বরের বৃদ্ধি * হয়; কিন্তু সুভগ প্রভৃতি দ্বিপদ ঘটিত কতকগুলি শব্দের উভয় পদের আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়। (এ স্থলে ১০৫ সূত্র স্মর্ত্তব্য) বসুদেবের অপত্য এই অর্থে বসুদেব+অ=বাসুদেব; এইরূপ জমদগ্নি+য=জামদগ্ন্য; কুন্তী+এয়=কৌন্তেয়; দক্ষ+আয়ন=দাক্ষায়ণী (ষইৎ প্রযুক্ত স্ত্রীলিঙ্গে ঈ) দশরথ+ই=দাশরথি; রেবতী+ইক=রৈবতিক; পিতৃস্বসৃ+ঈয়=পৈতৃষ্বস্রীয়,—ইঃ।—তথা রঘু+অ=রাঘব, এইরূপ যাদব, পাণ্ডব—ইঃ।

১৩৫। কর্ত্তৃ কর্ম্ম করণ প্রভৃতি কোন কারক পদের উত্তর কণ্, ণীন, ষ্ণীক, ইয় ও পূর্ব্বোক্ত ষ্ণ আদি সপ্ত প্রত্যয় হয়। এই সকল প্রত্যয় পরেতে ষ ও ণ ইতের কার্য্য কোথাও হয় কোথাও হয় না।—যথা ধনুঃ দ্বারা যুদ্ধ করে যে এই বাক্যে ধানুষ্ক; তৎকালে হয় যাহা এই অর্থে তৎকালীন;

* অকারের বৃদ্ধি আকার; ই ঈ এ র বৃদ্ধি ঐ; উ ঊ ও র বৃদ্ধি ঔ এবং ঋর বৃদ্ধি আর হয়।

পারসে (দেশে) জাত এই অর্থে পারসীক; ক্ষত্র (শরীর বা রক্ষণ) দ্বারা প্রসিদ্ধ এই অর্থে ক্ষত্রিয়; পিতা হইতে প্রাপ্ত এই অর্থে পৈত্র; শিব দেবতা যার এই বাক্যে শৈব; এইরূপে বন্য, দেশীয়, যাষ্টিক—ইঃ।

১৩৬। ণইৎ তদ্ধিত প্রত্যয় পরেতে ব্যাকরণ, ন্যায় ও ব্যর্থ শব্দের স্থানে যথাক্রমে বৈয়াকরণ নৈয়ায়, ও বৈয়র্থ আদেশ এবং দ্বার শব্দের স্থানে বিকল্পে দৌবার আদেশ হয়। যথা ব্যাকরণ জানে যে এই বাক্যে ব্যাকরণ+ষ্ণ=বৈয়াকরণ; এইরূপ নৈয়ায়িক এবং দৌবারিক—দ্বারিক।

১৩৭। তদ্ধিত ও কৃতের য পরেতে ওকার ও ঔকার স্থানে যথাক্রমে অব্ ও আব হয়। যথা গো হইতে জাত এই অর্থে গব্য; নৌ (নৌকা) দ্বারা তরণীয় এই অর্থে নাব্য।

১৩৮। তদ্ধিতের স্বরবর্ণ ও য পরেতে (যুগপদ্ ভিন্ন) অব্যয় শব্দের অন্তিম স্বর ও তৎপরস্থিত বর্ণের লোপ এবং অহন্ শব্দের স্থানে অহ্ন আদেশ হয়। যথা বহিস্+ষ্ণ=

বাহ্য; পুনঃপুনর্+ষ্ণিব=পৌনঃপুনিক। অ-হন্+ষ্ণিব=আহ্নিক—ইঃ।

১৩৯। সমূহ, ভাব, সম্বন্ধ ও স্বার্থ ইত্যাদি অর্থে শব্দের উত্তর পূর্ব্বোক্ত ষ্ণ আদি একাদশ প্রত্যয় হয়। এস্থলেও ষ ও ণ ইতের কার্য্য সর্ব্বত্র হয় না। বনের (জলের) সমূহ বন্যা, (স্বভাবতঃ স্ত্রী) ভিক্ষার সমূহ ভৈক্ষ্য; পণ্ডি-তের ভাব অর্থাৎ ধর্ম্ম এই অর্থে পাণ্ডিত্য; ব্যর্থের ভাব বৈয়র্থ্য; গুরুর ভাব গৌরব; মধুরের ভাব মাধুরী (স্বভাবতঃ স্ত্রী) তাহার এই অর্থে তদীয়; অন্যের এই অর্থে অন্য-দীয়, * তোমার এই অর্থে (১২৯ সূ) ত্বদীয়, আমার—মদীয়, তোমাদের যুষ্মদীয়, আমা-দের অস্মদীয়; করুণাই এই অর্থে কারুণ্য; চোরই এই অর্থে চৌর—ইঃ।

১৪০। কণ্ পরেতে পূর্ব্বস্থিত আ এবং ঈ হ্রস্ব হইয়া অ এবং ই হয়। যথা বালাই এই অর্থে বালিকা, গোপী ই এই অর্থে গো-পিকা—ইঃ।

---

* নীয় পরেতে অন্য শব্দ স্থানে অন্যদ্ আ-দেশ হয়।

উঃ (১১৬ সূ) রাজকীয়; রাজ্য; আ-ত্মীয়; মূর্দ্ধন্য; অধ্বনীন; কর্ম্মণ্য—ইঃ।

১৪১। অপত্যার্থে মনু শব্দের উত্তর ষ্য ও ষণ প্রত্যয় হয়। মনুষ্য, মানুষ।

১৪২। কুশলার্থে কর্ম্মন্ শব্দের উত্তর ঠ প্রত্যয় হয়। কর্ম্মঠ।

১৪৩। পিতা অর্থে পিতৃ ও মাতৃ শ-ব্দের উত্তর ডামহ প্রত্যয় হয়। ডইৎ গিয়া আমহ থাকে।—

১৪৪। ডকারেৎ প্রত্যয় পরেতে পূর্ব্ব-স্থিত অন্তিম স্বর ও তৎপরস্থিত বর্ণের লোপ হয় এবং বিংশতি শব্দের তির লোপ হয়। পিতৃ+আমহ=পিতামহ; মাতামহ—ইঃ।

১৪৫। ভ্রাতা অর্থে পিতৃ শব্দের উত্তর ব্য এবং মাতৃ শব্দের উত্তর ডুল হয়। ডুলের উল থাকে। পিতৃব্য, মাতুল।

১৪৬। ভাবার্থে শব্দে উত্তর ত্ব ও তা প্রত্যয় হয়। তা প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয়। সাধুত্ব, মহত্ত্ব; জড়তা, শত্রুতা—ইঃ।

১৪৭। সাদৃশ্যার্থে শব্দের উত্তর চবৎ প্রত্যয় হয় চ ইৎ গিয়া বৎ থাকে। জলের সদৃশ জলবৎ, এইরূপ অমৃতবৎ, দুগ্ধবৎ—ইঃ।

১৪৮। বিদ্যমানার্থে মকার ও অবর্গোপান্তিম শব্দ এবং অবর্ণান্ত ও বর্গীয় বর্ণান্ত শব্দ ইহাদের উত্তর বৎ এবং তদ্ভিন্ন অপরাপর শব্দের উত্তর মৎ প্রত্যয় হয়। যথা লক্ষ্মী আছে যার এই অর্থে লক্ষ্মী+বৎ=(প্রথমায়) লক্ষ্মীবান্; এই রূপ যশস্বান্, জ্ঞানবান্, বিদ্যাবান্, তড়িত্বান্ *। বুদ্ধিমান, শ্রীমান্, আয়ুষ্মান—ইঃ।

১৪৯। স্রজ্, মেধা, মায়া ও অস্ভাগান্ত শব্দের উত্তর বিদ্যমানার্থে বিন্ও হয়। যথা স্রজ্ (মালা) আছে যার এই অর্থে স্রজ্ +বিন্=(প্রথমায়) স্রগ্বী, এইরূপ মেধাবী, মায়াবী, তেজস্বী—ইঃ।

পূর্ব্ব নিয়মানুসারে স্রগ্বান মেধাবান ইত্যাদিও হইতে পারিবে।

১৫০। বহুস্বর অবর্ণান্ত শব্দের উত্তর

* সন্ধির নিয়মানুসারে ত স্থানে দ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও এখানে হইল না।

† কতকগুলি ব্যঞ্জন বর্ণ পরে চ্ ও জ্ কোন স্থানে ক্ এবং জ কোন স্থানে গ হয়।

বিদ্যমানার্থে ইন্ ও হয়। জ্ঞানী, জ্ঞানবান্; শিখা শিখাবান্—ইঃ।

১৫১। ১স্বাদি, ২দন্তাদি, ৩বাতাদি, ৪কলাদি, ৫মাংসাদি, ৬ ফেনাদি, ৭ লোমাদি, ৮ প্রজ্ঞাদি, ৯কৃষ্যাদি ১০ নিদ্রাদি প্রভৃতি শব্দের উত্তর বিদ্যমানার্থে যথাক্রমে ১মিন্, ২ উর, ৩ উল্, ৪ ইন, ৫ ল, ৬ ইল, ৭ শ, ৮ ণ, ৯ বল ও ১০ আলু প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। ণর অকার মাত্র থাকে।

১৫২। বিদ্যমানার্থক প্রত্যয় পরেতে কোন কোন শব্দের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়। যথা স্বামী, গোমী; দন্তুর; তুন্দুর; বলূল, বাতুল; ফলিন, মলিন; মাংসল, রসাল, পক্ষ্মল; ফেনিল, পিচ্ছিল; লোমশ, রোমশ; প্রাজ্ঞ সৈকত; কৃষীবল, দন্তাবল, রজস্বল; নিদ্রালু, কৃপালু—ইঃ।

১৫৩। প্রশস্ত বাক্ যার এই অর্থে বাচ্ শব্দের উত্তর মিন্ প্রত্যয় হইয়া নিপাতনে, বাগ্মী এবং কুৎসিত বাক্ যার এই অর্থে ল প্রত্যয় করিয়া বাচাল হয়।

১৫৪। সমূহার্থে জন ও বন্ধু শব্দের উত্তর তা প্রত্যয় হয় যথা জনতা, বন্ধুতা।

১৫৫। পূরণ অর্থে দ্বি ও ত্রি শব্দের উত্তর তীয় প্রত্যয় হয়। তীয় পরেতে ত্রি শব্দের স্থানে তৃ আদেশ হয়। দ্বিতীয় তৃতীয়।

১৫৬। পূরাণার্থে চতুর্ ও ষষ্ শব্দের উত্তর থট্ প্রত্যয় হয়। ট ইৎ যায়। চতুর্থ, ষষ্ঠ। স্ত্রীলিঙ্গে (ট ইৎ জন্য ৫৮ সূত্রানুসারে ঈ হইয়া) চতুর্থী, ষষ্ঠী।

১৫৭। পূরণার্থে পঞ্চন্, সপ্তন্, অষ্টন্, নবন্ ও দশন্ শব্দের উত্তর মট্ হয়। ট ইৎ যায়। পঞ্চম, সপ্তম—ইঃ।

১৫৮। পূরণার্থে একাদশন্ অবধি অষ্টাদশন্ পর্য্যন্ত শব্দের উত্তর ডট্ প্রত্যয় হয়। ডটের ড্ ও ট্ ইৎ গিয়া অকারথাকে। একাদশ, দ্বাদশ—ইঃ।

১৭৯। পূরণার্থে ঊনবিংশতি অবধি ঊনষষ্টি পর্য্যন্ত শব্দের উত্তর তমট্ও ডট্ হয়। তমটের তম থাকে। যথা ঊনবিংশতিতম, ঊনবিংশ, (এস্থলে ড ইৎ পরেতে [১৪৪সূ,] বিংশতি শব্দের তির লোপ হইয়াছে) বিংশতিতম, বিংশ; ত্রিংশত্তম, ত্রিংশ—ইঃ।

১৬০। পূরণার্থে ষষ্টি প্রভৃতি সকল সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর তমট্ প্রত্যয় হয়। যথা ষষ্টিতম, সপ্ততিতম, একসহস্রতম—ইঃ।

১৬১। প্রকারার্থে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর ধাচ্ প্রত্যয় ও বারার্থে দ্বি ও ত্রি শব্দের উত্তর সুচ্ হয়। চ ও উ ইৎ গিয়া ধা ও স্ থাকে। দ্বিধা, ত্রিধা, পঞ্চধা—ইঃ—দ্বিঃ, ত্রিঃ,।

১৬২। অবয়বার্থে দ্বি ও ত্রি শব্দের উত্তর তয় ও অয় এবং অপর সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর কেবল তয় প্রত্যয় হয়। যথা দ্বিতয় দ্বয়, ত্রিতয় ত্রয়; চতুষ্টয়, পঞ্চতয়—ইঃ।

১৬৩। দুই এর মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অর্থে তর এবং বহুর মধ্যে ঐ রূপ অর্থে তম প্রত্যয়। যথা শিষ্টতর, মূর্খতর; বিদ্বস্+তম=বিদ্বত্তম, * দুষ্টতম—ইঃ।

---

* এখানে ত পরেতে স্ স্থানে ত হইয়াছে।

১৬৪। আতিশয্য অর্থে শব্দের উত্তর ইষ্ঠ ও ঈয়স্ প্রত্যয় হয়।—

১৬৫। বহুস্বর শব্দের উত্তর ইষ্ঠ ঈয়স্ ও ইমন্ প্রত্যয় ডকারেৎ প্রত্যয়ের তুল্য হয়। যথা—অতিশয় লঘু এই অর্থে লঘু+ইষ্ঠ=লঘিষ্ঠ, লঘু+ঈয়স্=লঘীয়স্ (প্রথমায়) লঘীয়ান্ স্ত্রীলিঙ্গে (৫৮ সূ, ঈ হইয়া) লঘীয়সী।

১৬৬। বিদ্যমানার্থেও কোন২ স্থলে ইষ্ঠ ও ইয়স্ প্রত্যয় হয়। যথা পাপ আছে যার এই অর্থে পাপিষ্ঠ, পাপীয়ান্, বল আছে যার এই অর্থে বলিষ্ঠ, বলীয়ান্ ইঃ।

১৬৭। ইষ্ঠ ঈয়স্ ও ইমন্ প্রত্যয় পরেতে প্রিয় শব্দের স্থানে প্র, গুরু স্থানে গর, প্রশস্য স্থানে শ্র, যুবন্ স্থানে কন্ ও দীর্ঘস্থানে দ্রাঘ এবং বৃদ্ধ স্থানে জ্য ও বর্ষ আদেশ হয়। প্র, শ্র ও জ্য এর অকার লোপ হয় না এবং জ্যএর পরস্থিত ঈয়সের ঈকার আকার হয়। যথা প্রিয়—প্রেষ্ঠ, প্রেয়ান ; গুরু—গরিষ্ঠ গরীয়ান্ ; প্রশস্য (প্রশংনীয়) শ্রেষ্ঠ, শ্রেয়ান্ যুবন্—কনিষ্ঠ, যবিষ্ঠ ও কনীয়ান্, যবীয়ান্

বৃদ্ধ—জ্যেষ্ঠ, বর্ষিষ্ঠ এবং জ্যায়ান বর্ষীয়ান। স্ত্রীলিঙ্গে শ্রেষ্ঠা, প্রেয়সী—ইঃ।

১৬৮। বহু শব্দের উত্তর ইষ্ঠ ও ঈয়স্ প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে ভূয়িষ্ঠ ও ভূয়ান্ হয়।

১৬৯। গুণবাচক শব্দের উত্তর ভাবার্থে ইমন্ প্রত্যয় হয়। যথা নীলিমা, গরিমা দ্রাঘিমা-ইঃ।

১৭০। সাদৃশ্যার্থে শব্দের উত্তর কল্প প্রত্যয় হয়। যথা পণ্ডিত সদৃশ এই অর্থে পণ্ডিতকল্প, এইরূপ ইন্দ্রকল্প, মৃতকল্প—ইঃ।

১৭১। পূর্ব্বে অতীত এই অর্থে শব্দের উত্তর চরট্ প্রত্যয় হয়। ট ইৎ যায়। পূর্ব্বে দৃষ্ট এই অর্থে দৃষ্টচর, পূর্ব্বে শ্রুত এই অর্থে শ্রুতচর। ট ইৎ জন্য স্ত্রীলিঙ্গে দৃষ্টচরী—ইঃ।

১৭২। বীপসার্থে শব্দের উত্তর চশস্ প্রত্যয় হয়। চ ইৎ গিয়া শস্ থাকে। ক্রমে ক্রমে ক্রমশঃ, অল্পে অল্পে অল্পশঃ—ইঃ।

১৭৩। স্বরূপার্থে শব্দের উত্তর ময়ট্ প্রত্যয় হয়। ময়ট্ পরেতে হিরণ্য শব্দের

য র লোপ হয়। যথা মৃণ্ময়—ইঃ। হিরণ্ময় স্ত্রীলিঙ্গে মৃণ্ময়ী—ইঃ।

১৭৪। জাত অর্থে শব্দের উত্তর ইত প্রত্যয় হয়। ফল জন্মিয়াছে যার এই অর্থে ফলিতং; এইরূপ অঙ্কুরিত, পুষ্পিত—ইঃ।

১৭৫। ছিল না হইয়াছে এই অর্থে ভূ ও কৃ ধাতুর প্রয়োগ পরেতে পূর্ব্বস্থিত হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয় এবং অকার স্থানে ঈকার হয়। রাশি ছিল না রাশি হইয়াছে এই অর্থে রাশীভূত; ঘন ছিল না ঘন করা হইয়াছে এই অর্থে ঘনীকৃত—ইঃ।

১৭৬। আয়ত্ত অর্থে শব্দের উত্তর চসাৎ প্রত্যয় হয়। চ ইৎ গিয়া সাৎ থাকে। সম্ভাবনা থাকিলেও সাৎএর স মূর্দ্ধন্য হয় না। ভূমির আয়ত্ত এই অর্থে ভূমিসাৎ, এইরূপ আত্মসাৎ, জলসাৎ—ইঃ।

১৭৭। কোন২ স্থানে বিভক্তির স্থানে তস্ হয়। যথা-সর্ব্বদিকে এই অর্থে সর্ব্বতঃ, প্রথমে এই অর্থে প্রথমতঃ—ইঃ।

১৭৮। কতিপয় সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর আধারার্থক সপ্তমী বিভক্তির স্থানে ত্র হয়।

যথা—সর্ব্বস্থানে এই অর্থে সর্ব্বত্র, উভয় স্থানে এই অর্থে উভয়ত্র—ইঃ।

১৭৯। বিভক্তি জাত প্রত্যয় পরেতে তদ্ যদ্ ইদম্ কিম্ প্রভৃতি শব্দের অন্তিম স্বর ও তৎ পরস্থিত বর্ণের স্থানে অকার হয়। যথা—তত্র, যত্র।

১৮০। সর্ব্ব, এক, কিম্ অন্য ও যদ্ শব্দের উত্তর কালার্থক সপ্তমী বিভক্তির স্থানে দা হয়। এবং তদ শব্দের উত্তর দা ও দানীং হয়। যথা-সর্ব্বদা, একদা, কদা, তদা, তদানীং—ইঃ।

১৮১। প্রকারার্থে কতিপয় সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর থাচ্ প্রত্যয় হয়। চ ইং গিয়া থা থাকে। যথা—সর্ব্বথা, যথা, তথা,—ইঃ।

১৮২। নিম্নলিখিত শব্দের উত্তর নিম্নলিখিত প্রত্যয় হইয়া নিম্ন লিখিত পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা—

শব্দ	প্রত্যয়	পদ
কিম্	তস্	কুতঃ
ইদম		ইতঃ

শব্দ	প্রত্যয়	পদ
এতদ	তস্	অতঃ
পশ্চিম	,,	পশ্চাৎ
ঊর্দ্ধ	,,	উপরি
কিম	ত্র	কুত্র
এতদ	ত্র	অত্র
ইদম	,,	ইহ, অধুনা ও ইদানীং
অদস	,,	অমুত্র
কিম	থা	কথং
ইদম্	,,	ইত্থং —ইঃ

১৮৩। উৎপন্নার্থে তত্র প্রভৃতি শব্দের উত্তর ত্য, অদ্য প্রভৃতি শব্দের উত্তর তনট্ ও আদি প্রভৃতি শব্দের ম প্রত্যয় হয়। এই ম পরেতে অন্ত ও অগ্র শব্দের শেষ অকার স্থানে ইকার হয়। যথা—তত্র উৎপন্ন এই অর্থে তত্রত্য, এই রূপ অত্রত্য, অদ্যতন, সনাতন, পুরাতনী, আদিম, মধ্যম, অন্তিম —ইঃ।

১৮৪। বিভক্তি যুক্ত বা বিভক্তিবির-

হিত কিম্ শব্দের উত্তর চিৎ ও চন প্রত্যয় হয়। যথা কদাচিৎ, কিঞ্চিৎ কথঞ্চন—ইঃ।

—*০*—

৬ষ্ঠ প্রশ্নমালা।

১৮৫। নিম্ন লিখিত বাক্য গুলিতে তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা পদ স্থির কর।

গুরুর ভাব, শক্তি দেবতা যার, কলিন্দের কন্যা, দ্বিচত্বারিংশতের পূরণ, প্রজ্ঞা আছে যার, আমাদের সম্বন্ধীয়, মনুর সন্তান, কাক স্বরূপ, বিষের তুল্য, অতিশয় প্রিয়; অনেকের মধ্যে মান্য, দশ প্রকার, শক্তি আছে যার, ছিলনা মন্দ মন্দ হইয়াছে, কুকুর সন্তান।

নিম্নলিখিত পদগুলি সিদ্ধ কর।

সৌহার্দ্দ, দ্রৌপদী, পৈতৃক, বৈদান্তিক, যৌগপদ্য, পরকীয়, কর্ম্মণ্য, মৃদুল, ত্রিংশ, কনিষ্ঠ, ভূয়সী, ধূলিসাৎ, জাড্য, রোমাঞ্চিত, অ্যারসী, পয়স্বিনী, বৈমাত্রেয়, বিদ্যুত্বান, দণ্ডীকৃত, পৌত্র, বার্দ্ধক্য, চাতুরী ও রাজকীয়।

ক্রিয়া—প্রকরণ।

১৮৫। পরস্পর সুসম্বদ্ধ পদ সমূহকে বাক্য কহে। 'তুমি, দেখিয়াছি, রাম, আমি' এই কএকটী পদ অর্থঘটিত কেহ কাহারও সহিত সম্বন্ধ রাখে না অতএব উহাদিকে বাক্য বলিতে পারা যায় না; কিন্তু আমি রামকে দেখিয়াছি, এই তিনটী পদে একটী বাক্য হইতে পারে, কারণ এস্থলে 'আমি' পদ 'দেখিয়াছি'র কর্ত্তা 'রামকে' কর্ম্ম; সুতরাং কর্ত্তৃত্বাদি সম্বন্ধে সকলের সহিতই সকলের সম্বন্ধ রহিতেছে।

১৮৬। হওয়া বা করা বোধক পদ বিশেষকে ক্রিয়া কহা যায়। যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের সমাপ্তি হয় তাহাকে সমাপিকা ক্রিয়া কহে। সমাপিকা ক্রিয়া না থাকিলে বাক্যের সমাপ্তি হয় না। যথা—'আমি রামকে' এইমাত্র কহিয়া নিবৃত্ত হইতে পারা যায় না, অবশ্যই বাক্য সমাপ্তির নিমিত্ত 'দেখিয়াছি' বা 'কহিয়াছি' ইত্যাদি পদ বলিতে হইবে; অতএব ঐ 'দেখিয়াছি' 'করিয়াছি' প্রভৃতিই ক্রিয়াপদ।

১৮৭। যদিও ক্রিয়াপদ ব্যতিরেকে বাক্য হয় না তথাপি ঐ ক্রিয়া সর্ব্বত্রই প্রকাশ থাকে না, কর্ত্তৃ কর্ম্মাদি অপরাপর কারক পদের ন্যায় কোথাও অপ্রকাশও থাকে। যথা—'সে বড় অলস' 'রাম তজ্জন্য অতিশয় কাতর' ইত্যাদি স্থলে যদিও ক্রিয়াপদের প্রকাশ নাই তথাপি 'হয়, আছে' প্রভৃতি ক্রিয়া উহ্য করিয়া বাক্যের অর্থ সঙ্গতি করিতে হইবে।

১৮৮। ক্রিয়ার মূল ধাতু, অর্থাৎ ধাতুতেই নানা রূপ বিভক্তি যোগ হইয়া এবং ধাতুর আকার সকল পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রিয়া-পদ জন্মে।—ভূ কৃ গম দৃশ হন পত পঠ রুদ স্থা জি শী হস প্রভৃতি ধাতু অনেক আছে।

১৮৯। ধাতু দুই প্রকার অকর্ম্মক ও সকর্ম্মক।

১৯০। যাহাদের কর্ম্মপদ না থাকে তাহাদিগকে অকর্ম্মক ধাতু কহে। যথা-বালক হাসিতেছে, ফল পড়িতেছে, রাম কাঁদিতেছে —ইঃ।

১৯১। কর্ম্ম পদ থাকিলে সকর্ম্মক ধাতু কহা যায়। যথা-শিষ্য বেদ পড়িতেছে, কুম্ভকার ঘট গড়িতেছে, হরি চন্দ্র দেখিতেছে—ইঃ।

১৯২। কোন কোন ধাতুর দুইটী করিয়া কর্ম্ম থাকে সুতরাং তাহাদিগকে দ্বিকর্ম্মকও বলা যায়। যথা—আমি তোমাকে তাহা বলিয়াছি ; রাম শ্যামকে কল দেখাইয়াছে ; হরি মাধবকে পুস্তক পড়াইতেছে—ইঃ।

১৯৩। অকর্ম্মক সকর্ম্মক প্রায় সমুদয় ধাতুই কৃ-ধাতুর যোগে অপর রূপ ক্রিয়া উৎপাদন করে। যথা—বালক হাস্য করিতেছে, রাম চন্দ্র দর্শন করিতেছে—ইঃ। এখানে হাস্য করা একবারে অকর্ম্মক ক্রিয়া এবং দর্শন করা একবারে সকর্ম্মক ক্রিয়া হইতেছে *।

---

* এইরূপ বাক্যের কারকাদি বলিতে হইলে হাস্য কর্ম্ম, করিতেছে ক্রিয়া এবং দর্শন এই ক্রিয়া বাচক বিশেষ্যের কর্ম্ম চন্দ্র; করিতেছে ক্রিয়ার কর্ম্ম দর্শন ; এরূপে বলিলেও বলা যায় ; কিন্তু উপরি লিখিতরূপ একবারে হাস্য করা, দর্শন করা

১৯৪। ক্রিয়ার তিন পুরুষ আছে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়। আমি (অস্মদ্) প্রথম পুরুষ, তুমি (যুষ্মদ্) দ্বিতীয় পুরুষ, তদ্ভিন্ন সমুদয়ই তৃতীয় পুরুষ।

১৯৫। পুরুষ ভেদে ক্রিয়ার রূপভেদ হয়। যথা—আমি বা আমরা করি, তুমি বা তোমরা কর, সে, তাহারা বা রাম করে *।

১৯৬। ক্রিয়ার তিন কাল আছে। বর্ত্তমান, অতীত বা ভূত এবং ভবিষ্যৎ। যে ক্রিয়া চলিতেছে তাহাকে বর্ত্তমান, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাকে অতীত এবং যাহা পরে হইবে তাহাকে ভবিষ্যৎ কহে।

১৯৭। কাল ভেদেও ক্রিয়ার রূপ ভেদ হয় যথা—

বর্ত্তমানে আমি করি বা করিতেছি।
অতীতে করিয়াছি, করিলাম,
করিতাম, করিয়াছি-

প্রভৃতি যৌগিক ক্রিয়া বলিলেই সর্ব্বত্র সুবিধা হয় অতএব তাহাই বলা কর্ত্তব্য।

* কর্ত্তা মান্য হইলে করেন ইত্যাদি হয়।

লাম বা করিতেছি
লাম।

ভবিষ্যতে " করিব ইত্যাদি *।

১৯৮। অনুজ্ঞা অর্থাৎ অনুমতি অর্থেও ক্রিয়ার রূপভেদ হয়। যথা—তুমি কর, তিনি করুন, সে করুক, আপনি করুন—ইঃ।

অসমাপিকা ক্রিয়া।

১৯৯। যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের সমাপ্তি হয় না তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া কহে।

---

*প্রত্যেক ধাতুর কাল ও পুরুষ ভেদে ক্রিয়ার যেরূপ রূপান্তর হয় তাহা বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে গ্রন্থ পাঠ করিয়া শিখিতে হয় না। এজন্য ক্রিয়ার রূপ সকল লিখিত হইল না। আর এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, যদিও কাল সামান্যতঃ তিন প্রকার কথিত হইল তথাপি উহার অবান্তর ভেদ আছে। বাহুল্য ভয়ে এবং বিশেষ আবশ্যক বোধ না হওয়াতে তৎ সমুদয় লিখিত হইল না কিন্তু বাঙ্গালী ছাত্রেরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, করিলাম, করিতেছিলাম, করিয়াছিলাম ইহারা সকলেই অতীত কালের ক্রিয়া হইলেও একস্থলে প্রযুক্ত হইতে পারে না, তাৎপর্য্য ভেদে ভিন্ন স্থলে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যথা—করিতে, করিয়া, করিলে, করত, করিতে করিতে—ইঃ।

২০০। কতকগুলি অসমাপিকা ক্রিয়া নিমিত্তার্থে, কতকগুলি আনন্তর্য্যার্থে, কতকগুলি সমকালার্থে ও কতকগুলি অপরাপর অর্থেও হইয়া থাকে। নিমিত্তার্থক ক্রিয়ার শেষে 'তে' আনন্তর্য্যার্থকের 'য়া' ও 'লে' এবং সমকালার্থিকের 'ত' প্রভৃতি প্রায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা করিতে—করিবার নিমিত্ত; করিয়া, করিলে—করণান্তর; করত—করণ সমকালে—ইঃ।

২০১। কতকগুলি ক্রিয়া কেবল ধাত্বর্থ মাত্র বুঝাইয়া বিশেষ্যের স্বরূপ হয় এবং তৎপরে 'তে' প্রভৃতি যুক্ত হইয়া অসমাপিকা ক্রিয়া হয়। যথা—করা, দেখা, করান, দেখান এবং করাতে দেখানতে—ইঃ।

যৌগিক ক্রিয়া।

২০২। কতকগুলি অসমাপিকা ক্রিয়া অপরাপর সমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হইয়া বিশেষ২ অর্থে একটী যৌগিক ক্রিয়া

উৎপাদন করে। যথা—করিতে হয়, দেখিতে পারে, শুনিতে লাগিল, হইয়া থাকে, ঘটিলে ঘটিতে পারে—ইঃ।

২০৩। কর্ত্তার পুরুষ অনুসারে প্রায় সকল যৌগিক ক্রিয়ারই রূপান্তর হয়, কেবল 'তে' পূর্ব্বক 'হয়' প্রভৃতি যোগে উদ্ভূত যৌগিক ক্রিয়ার রূপান্তর দৃষ্ট হয় না। যথা—আমি বা আমরা করিয়া থাকি, তুমি বা তোমরা করিতে পার, তিনি বা তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন এবং আমাকে তোমাকে বা তাঁহাকে করিতে হয় বা করিতে হইয়াছিল বা করিতে হইবে—ইঃ।

—❋❋❋—

বাচ্য।

২০৪। বাচ্য শব্দের অর্থ যাহাকে বলা যায়, 'পশু' এই শব্দের বাচ্য কি? এই বাক্যের অর্থ বুঝিতে হইলে পশু শব্দের দ্বারা কোন্ অর্থের প্রতীতি হয় তাহাই বুঝিতে হইবে সুতরাং শব্দের অভিধেয় বা অর্থকেই বাচ্য বলা গিয়া থাকে।

২০৫। বাক্য প্রয়োগ ও ধাতুর উত্তর প্রত্যয়াদি করিবার জন্য বাচ্যকে সাত ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অপাদান, সম্প্রদান, অধিকরণ * ও ভাব বাচ্য।

২০৬। কোন বাচ্যে প্রত্যয় করিলে সেই প্রত্যয়ান্ত শব্দ তাহারই বোধক ও তাহারই বিশেষণ হয়। অর্থাৎ কর্তৃবাচ্যে প্রত্যয় করিলে প্রত্যয়ান্ত শব্দ কর্ত্তার বোধক ও কর্ত্তারই বিশেষণ হয়, কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্মের বোধক ও কর্ম্মেরই বিশেষণ হয়—ইঃ। কিন্তু ভাবশব্দে ধাতুর অর্থ মাত্রকে বুঝায় অতএব ভাববাচ্যে প্রত্যয়ান্ত শব্দ ধাতুর অর্থ মাত্রের বোধক সুতরাং কাহারও বিশেষণ না হইয়া বিশেষ্য পদ হইয়া থাকে †।

২০৭। কর্তৃ ও কর্ম্ম-বাচ্যে ক্রিয়ার রূপভেদ হইয়া থাকে।

---

* এই ৬টীকে একবারে কারক বাচ্য বলা যায়।

† কৃৎ প্রকরণে এই সকল বিষয় বিশেষরূপে জানা যাইবে।

২০৮। যে প্রয়োগে কর্ত্তার পুরুষানুসারে ক্রিয়ার পুরুষ হয় এবং কর্ত্তারই প্রাধান্য থাকে তাহাকে কর্ত্তৃ-বাচ্য প্রয়োগ কহে। যথা—আমি করিতেছি, তুমি করিতেছ, তিনি করিতেছেন—ইঃ।

২০৯। যে প্রয়োগে কর্ত্তার পুরুষানুসারে না হইয়া কর্ম্মের পুরুষানুসারে ক্রিয়ার পুরুষ হয় এবং কর্ম্মেরই প্রাধান্য থাকে তাহাকে কর্ম্ম-বাচ্য প্রয়োগ কহে। আমি দেখা যাইব, তুমি দেখা যাইবে, তিনি দেখা যাইবেন ; আমি ধরা পড়িলাম, তুমি ধরাপড়িলে, তিনি ধরা পড়িলেন—ইঃ।

২১০। কর্ম্ম-বাচ্যোক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর 'হয়' বা তন্মূলক ক্রিয়া এবং 'দেখা' 'শুনা' 'করা' প্রভৃতি ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য শব্দের উত্তর 'হয়' 'যায়' বা তন্মূলক ক্রিয়ার যোগ হইয়া কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয়। যথা-আমি আদিষ্ট হইয়াছি, পর্ব্বত দেখা যাইবে, ইহা শুনা হইয়াছে, তাহা করা যাইবে,—ইঃ।

২১১। ধাতুর উত্তর যে সকল প্রত্যয় করিলে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে কৃৎ প্রত্যয় কহে। কৃৎ প্রত্যয় সকল বাচ্যেই হইয়া থাকে। তব্য, অনীয়, য, তৃ, ণক, ণিন্ প্রভৃতি কৃৎ প্রত্যয় অনেক আছে।

২১২। কৃদন্ত ধাতুর পূর্ব্বে যে সকল অপরাপর পদ সন্নিবেশিত হয় তাহাদিগকে উপপদ কহে, ঐ উপপদ ও উপসর্গের সহিত কৃদন্ত ধাতুর সমাস অর্থাৎ একপদীভাব হইয়া যায়। ঐ সমাসকে কৃদর্থ সমাস কহে।

২১৩। ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে তব্য অনীয় ও য প্রত্যয় হয়, ভবিষ্যদর্থে—

২১৪। ক্, ইৎ ভিন্ন প্রত্যয় পরেতে ধাতুর অন্তিম স্বর ও উপান্তিম লঘু স্বরের গুণ* হয়। যথা জি+তব্য=জেতব্য ; জি+অনীয় =জয়নীয় ; জি+য=জেয় ; কৃ+তব্য=কর্ত্তব্য ; কৃ+অনীয়=করণীয়—ইঃ।

---

* ই ঈর গুণ এ, উ ঊর ও এবং ঋর গুণ অর হয়।

২০৮। যে প্রয়োগে কর্ত্তার পুরুষানুসারে ক্রিয়ার পুরুষ হয় এবং কর্ত্তারই প্রাধান্য থাকে তাহাকে কর্ত্তৃ-বাচ্য প্রয়োগ কহে। যথা—আমি করিতেছি, তুমি করিতেছ, তিনি করিতেছেন—ইঃ।

২০৯। যে প্রয়োগে কর্ত্তার পুরুষানুসারে না হইয়া কর্ম্মের পুরুষানুসারে ক্রিয়ার পুরুষ হয় এবং কর্ম্মেরই প্রাধান্য থাকে তাহাকে কর্ম্ম-বাচ্য প্রয়োগ কহে। আমি দেখা যাইব, তুমি দেখা যাইবে, তিনি দেখা যাইবেন ; আমি ধরা পড়িলাম, তুমি ধরাপড়িলে, তিনি ধরা পড়িলেন—ইঃ।

২১০। কর্ম্ম-বাচ্যোক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর 'হয়' বা তন্মূলক ক্রিয়া এবং 'দেখা' 'শুনা' 'করা' প্রভৃতি ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য শব্দের উত্তর 'হয়' 'যায়' বা তন্মূলক ক্রিয়ার যোগ হইয়া কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয়। যথা-আমি আদিষ্ট হইয়াছি, পর্ব্বত দেখা যাইবে, ইহা শুনা হইয়াছে, তাহা করা যাইবে,—ইঃ।

২১১। ধাতুর উত্তর যে সকল প্রত্যয় করিলে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে কৃৎ প্রত্যয় কহে। কৃৎ প্রত্যয় সকল বাচ্যেই হইয়া থাকে। তব্য, অনীয়, য, তৃ, ণক, ণিন্ প্রভৃতি কৃৎ প্রত্যয় অনেক আছে।

২১২। কৃদন্ত ধাতুর পূর্ব্বে যে সকল অপরাপর পদ সন্নিবেশিত হয় তাহাদিগকে উপপদ কহে, ঐ উপপদ ও উপসর্গের সহিত কৃদন্ত ধাতুর সমাস অর্থাৎ একপদীভাব হইয়া যায়। ঐ সমাসকে কৃদর্থ সমাস কহে।

২১৩। ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে তব্য অনীয় ও য প্রত্যয় হয়, ভবিষ্যদর্থে—

২১৪। ক, ইৎ ভিন্ন প্রত্যয় পরেতে ধাতুর অন্তিম স্বর ও উপান্তিম লঘু স্বরের গুণ* হয়। যথা জি+তব্য=জেতব্য ; জি+অনীয় =জয়নীয় ; জি+য=জেয় ; কৃ+তব্য=কর্ত্তব্য ; কৃ+অনীয়=করণীয়—ইঃ।

---

* ই ঈর গুণ এ, উ ঊর ও এবং ঋর গুণ অর হয়।

২১৫। য ভিন্ন ব্যঞ্জন বর্ণ পরেতে কতকগুলি ধাতুর উত্তর ই হয়; গ্রহ ধাতুর উত্তর উহা দীর্ঘ হয়। যথা পঠিতব্য; গ্রহীতব্য—ইঃ।

২১৬। ন য ব ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ পরেতে শকারান্ত, ছকারান্ত, রাজ, যজ, সৃজ, মৃজ, ও ভ্রস্জ ধাতুর অন্ত্য বর্ণ স্থানে ষ হয়। যথা উপ+দিশ্+তব্য=উপদেষ্টব্য, প্রচ্ছ+তব্য=প্রষ্টব্য—ইঃ।

২১৭। তব্য ও তৃ প্রত্যয় পরেতে সৃজ দৃশ ও কৃষ ধাতুর ঋ স্থানে র হয়। যথা স্রষ্টব্য, দ্রষ্টব্য, ক্রষ্টব্য—ইঃ।

(পূর্ব্বের নিয়ম সকল অনুসারে) ভোক্তব্য, বক্তব্য, গন্তব্য, সেবিতব্য, শ্রব্য, স্তব্য—ইঃ।

২১৮। য প্রত্যয় পরেতে আকারান্ত ধাতুর আকার স্থানে এ হয়। যথা দেয়, পেয়, পরিমেয়, পরিধেয়—ইঃ।

২১৯। হলন্ত ও ঋকারান্ত ধাতুর উত্তর য না হইয়া ঘ্যণ হয়। ঘ্যণের ঘ ও ণ ইৎ হইয়া য থাকে।—

২২০। ণ ইৎ প্রত্যয় পরেতে ধাতুর অন্তিম স্বর ও উপান্তিম অকারের বৃদ্ধি হয়। যথা গ্রাহ্য, পাঠ্য, কার্য্য—ইঃ।

২২১ ঘ ইৎ প্রত্যয় পরেতে ধাতুর অন্তস্থিত চ ও জ স্থানে যথাক্রমে ক ও গ হয় *। যথা বচ+(ঘ্যণ) য=বাক্য, ভুজ+(ঘ্যণ) য=ভোগ্য—ইঃ।

২২২। পবর্গান্ত ও শক সহ গদ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ঘ্যণ না হইয়া য হয়। যথা রম্য, গম্য, লভ্য, সহ্য—ইঃ।

২২৩। ঋ কারোপান্তিম ও শাস দৃ ভৃ স্তু প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ঘ্যণ ও য উভয়েরই পরিবর্ত্তে ক্যপ্ হয়। কৃ ও গুহ ধাতুর উত্তর বিকল্পে হয়। ক্যপ্ পরেতে শাস ধাতুর আকার স্থানে ইকার হয়; ক্যপের য থাকে। যথা দৃশ্য, কৃষ্য, শিষ্য,—ইঃ।

---

* ত্যজ, যজ, ভজ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর এবং অশব্দার্থক বচধাতুর ও অন্নার্থক ভুজ ধাতুর চ ও জ ক ও গ হয় না। যথা ত্যাজ্য, যাজ্য, বাচ্য (নিন্দনীয়) ভোজ্য (অন্নাদি)—ইঃ।

২২৪। প ইৎ প্রত্যয় পরেতে হ্রস্ব স্বরান্ত ধাতুর উত্তর ত্ হয়। যথা আ+দৃ+(ক্যপ্) য=আদৃত্য, এইরূপ ভৃত্য, স্তুত্য, কৃত্য কার্য্য গুহ্য-গোহ্য—ইঃ।

২২৫। হন ধাতুর উত্তর এবং অমা শব্দ পূর্ব্বক বস ধাতুর উত্তর ক্যপ্ হইয়া নিপাতনে যথাক্রমে হত্যা এবং অমাবস্যা ও অমাবাস্যা হয়।

২২৬। ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে তৃ ণক ও ণিন্ হয়। ণক ও ণিনের অক ও ইন্ থাকে। যথা কৃ+তৃ=কর্ত্তৃ, (প্রথমায়) কর্ত্তা; এইরূপ ধর্ত্তা, স্রষ্টা, ভোক্তা। পচ+অক=পাচক, এইরূপ (নী) নায়ক দর্শক, স্তাবক। গ্রহ+ইন্=গ্রাহী, এইরূপ গামী, দর্শী, সেবী—ইঃ।

২২৭। ণ ইৎ প্রত্যয় পরেতে আকারান্ত ধাতুর উত্তর য হয় ও হন ধাতুর স্থানে ঘাত আদেশ হয়। যথা স্থা+ইন্=স্থায়ী, দা+অব=দায়ক; ঘাতক, ঘাতী—ইঃ।

২২৮। আকারান্ত ও জন গম প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ড প্রত্যয় হয়। অকার থাকে। যথা, জল+দা+অ=জলদ;

এইরূপ দ্বিপ, পাদপ; পঙ্কজ, অণ্ডজ; খগ, নগ—ইঃ।

২২৯। নৃত্ খন্ ও রঞ্জ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ষক প্রত্যয় হয়। ঐ ষক পরেতে রঞ্জ ধাতুর নর লোপ হয়। ষ ইৎ গিয়া অক থাকে। যথা নর্ত্তক, খনক, রজক; ষ ইৎ প্রযুক্ত স্ত্রীলিঙ্গে নর্ত্তকী—ইঃ।

২৩০। কর্ম্মকারকের পরস্থিত কৃ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ষণ্ হয়। অকার মাত্র থাকে। যথা চাটুকার, কুম্ভকার *—ইঃ।

২৩১। হন ও চর ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ট প্রত্যয় হয়। ঐ ট পরেতে হন ধাতুস্থানে ঘ্ন আদেশ হয়। যথা সহচর, কৃতঘ্ন।

২৩২। কুক্ষি আত্মন্ ও উদর শব্দের পরস্থিত ভৃধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে খি প্রত্যয় হয়। খ ইৎ গিয়া ইকার থাকে।—

---

* সৃ ধাতুর উত্তর এবং কোন২ স্থলে কৃ ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয়। অকার থাকে। যথা পুরঃসর, কর্ম্মকর (দাস) ভাস্কর—ইঃ।

২৩৩। খইৎ প্রত্যয়ান্ত ধাতু পরেতে স্বরান্ত শব্দ ও অরুস্ শব্দের উত্তর ম হয়। ঐ ম পরেতে অরুস্ শব্দের স এর লোপ হয়। যথা কুক্ষি+ভৃ+ই=কুক্ষিম্ভরি; আত্মন্+ভৃ+ই=আত্ম*ম্ভরি; উদরম্ভরি।

২৩৪। কতকগুলি বিশেষ২ শব্দ পূর্ব্বক মন্, তুদ, দৃশ, বদ, কৃ, কষ, ভৃ, জি, ধৃ, বৃ, সহ, তপ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর খ প্রত্যয় হয়। এই খ পরেতে মন ধাতুর স্থানে মন্য এবং দৃশ ধাতুর স্থানে পশ্য আদেশ হয় এবং তুদ ধাতুর গুণ হয় না। যথা—

উপপদ	ধাতু	প্রত্যয়	পদ	অর্থ
বিজ্ঞ	মন্	খ	বিজ্ঞম্মন্য	আপনাকে বিজ্ঞ মনে করে যে।
বিধু	তুদ	,,	বিধুন্তুদ	রাহু।
অরুস্	,,	,,	অরুন্তুদ	যে মর্ম্মে ব্যথা দেয়।
অসূর্য্য	দৃশ	,,	অসূর্য্যম্পশ্য	যে সূর্য্যকে দেখে না।
প্রিয়	বদ	,,	প্রিয়ম্বদ	যে প্রিয় বলে।
বশ	,,	,,	বশম্বদ	যে বশে থাকে।

*সমাসের নিয়মানুসারে নর লোপ হইল।

উপপদ	ধাতু	প্রত্যয়	পদ	অর্থ
ভয়	কৃ	খ	ভয়ঙ্কর	ভয় জনক।
ক্ষেম	,,	,,	ক্ষেমঙ্কর	মঙ্গল জনক।
সর্ব্ব	কষ	,,	সর্ব্বঙ্কষ	সকল হিংসক।
বিশ্ব	ভৃ	,,	বিশ্বম্ভর	বিশ্বভরণকারী।
ধন	জি	,,	ধনঞ্জয়	যে ধনজয় করে।
বসু	ধৃ	,,	বসুন্ধরা	বসুধারণকারিণী।
পতি	বৃ	,,	পতিম্বরা	পতিবরণ ঐ।
সর্ব্ব	সহ	,,	সর্ব্বংসহা	যে সকল সহে।
পর	তপ	,,	পরন্তপ	শত্রুতাপকারী।

—ইঃ।

২৩৫। নিপাতনে উরস্, বিহায়স্, ত্বরা, ভুজ, পত, ও প্লব শব্দ পূর্ব্বক গমধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে খ প্রত্যয় হইয়া যথাক্রমে উরঙ্গম, উরগ; বিহঙ্গম, বিহঙ্গ, বিহগ; তুরঙ্গম, তুরঙ্গ, তুরগ; ভুজঙ্গম, ভুজঙ্গ, ভুজগ; পতঙ্গম, পতঙ্গ, পতগ ও প্লবঙ্গম, প্লবঙ্গ, প্লবগ সিদ্ধ হয়।

২৩৬। ধাতুর উত্তর প্রায় সকল বাচ্যেই ত্র উস্, ইস্, মন্ ও ক্বিপ্ প্রত্যয় হয়। ক্বিপের কিছুই থাকে না! যথা নেত্র, দাত্র,

ধক্ষু। চক্ষুস্। হু+ইস্=হবিস্। কর্ম্ম। সেনা +নী+(ক্বিপ্)=সেনানী, ভূভৃৎ, সর্ব্বভুক্—ইঃ।

২৩৭। উপমানার্থে কর্ম্মবাচ্যে সমান তদ্ যদ্ এতদ্ ইদম্ কিম্ যুষ্মদ্ অস্মদ্ অন্য ও ভবৎ শব্দ পূর্ব্বক দৃশ ধাতুর উত্তর টক্ প্রত্যয় হয়। ঐ টক্ পরেতে সমান স্থানে স; যদ্—যা, তদ্—তা; এতদ্—এতা, ইদম্—ঈ, কিম্—কী; যুষ্মদের এক বচনে ত্বা, বহু বচনে যুষ্মা; অস্মদের ঐরূপ মা ও অস্মা; ও অন্য—অন্যা ভবৎ—ভবা; আদেশ হয়। টকের অকার থাকে। সমানের ন্যায় দেখা যায় যাকে এই অর্থে সমান+দৃশ+ক=সদৃশ; এইরূপ তাদৃশ, যাদৃশ, এতাদৃশ, ঈদৃশ, কীদৃশ, ত্বাদৃশ, যুষ্মাদৃশ, মাদৃশ, অস্মাদৃশ, ও অন্যাদৃশ ভবাদৃশ। ট ইৎ প্রযুক্ত স্ত্রীলিঙ্গে সদৃশী—ইঃ।

২৩৮। অতীত কালে কর্ম্ম ও ভাব বাচ্যে ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় হয়। ক্তর ত থাকে। যথা দৃশ+ত=দৃষ্ট; যুক্ত, মুক্ত, সৃষ্ট, ত্যক্ত পঠিত, নিন্দিত—ইঃ।

২৩৯। গমনার্থক ও অকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যেও ক্ত হয়। যথা অতি+ই+ত=অতীত; ভূত, বিস্মিত, দীপ্ত, শয়িত* —ইঃ।

২৪০। কতকগুলি ধাতুর উত্তর ক্তর ত স্থানে ন হয় এবং মদ ভিন্ন দকারান্ত ধাতুর দ ও তদনন্তরবর্ত্তী ত উভয়ের স্থানে ন হয়। এই ন পরে ক্ষি ধাতুর ইকার দীর্ঘ হয়। যথা ক্ষি+ত=ক্ষীণ; ম্লান; দীন, লূন, সূন, রুগ্ন, অন্ন, ভিন্ন, সম্পন্ন,—ইঃ।

২৪১। ক্ত ও ক্তি প্রত্যয় পরেতে নকারোপান্তিম ধাতুর নর লোপ হয়। যথা রঞ্জ+ত=রক্ত; মন্থ+ত=মথিত, দন্শ+ত=দষ্ট, প্র-শন্স+ত=প্রশস্ত, ভ্রন্শ+ত=ভ্রষ্ট-ইঃ।

২৪২ ক্ত ও ক্তি প্রত্যয় পরেতে নকারান্ত ধাতুর ন এর লোপ এবং মকারান্ত ধাতুর মধ্যে কতকগুলির ম এর লোপ এবং কতকগুলির উপান্তিম অকার স্থানে আকার হয়। যথা হত, মত, সন্তত, গত, নত, সংযত; শান্ত, ক্রান্ত, ভ্রান্ত, ক্লান্ত—ইঃ।

---

*ক্ত প্রত্যয় পরেতে শী ধাতুর গুণ হয়।

২৪৩। শইৎ ভিন্ন কৃৎ প্রত্যয় পরেতে এ ঐ ও ঔ কারান্ত ধাতুর অন্তিম বর্ণ স্থানে আ হয়।—

২৪৪। ক্ষৈ শুষ ও পচ ধাতুর উত্তর ক্তের স্থানে যথাক্রমে ম ক ও ব হয়। যথা ক্ষাম, শুষ্ক, পক্ক।

২৪৫। ক্ত ও ক্তি প্রত্যয় পরেতে স্ফায় ও প্যায় ধাতুর স্থানে যথাক্রমে স্ফী ও পী আদেশ হয় এবং গৈ হা ও পা ধাতুর আকার স্থানে ঈকার হয়। যথা, স্ফায়+ত= স্ফীত, প্যায়+ত=পীন ; গীত, হীন, পীত।

২৪৬। ক্ত ও ক্তি প্রত্যয় পরেতে সো মা ও স্থা ধাতুর আকার স্থানে ইকার হয়। যথা অব+সো+ত=অবসিত ; পরিমিত, স্থিত।

২৪৭। অগুণ ত পরেতে ধা ধাতুর স্থানে হি এবং দা ধাতুর স্থানে দৎ আদেশ হয় কিন্তু উপসর্গ পূর্ব্বক দা ধাতুর স্থানে ত্ ও দৎ হয়। যথা অব+ধা+ত=অবহিত ; দত্ত ; আ+দা+ত=আত্ত—আদত্ত।

২৪৮। অগুণ প্রত্যয় পরেতে গ্রহ প্রচ্ছ

স্বপ যজ বচ বহ বস ব্যধ হ্বে প্রভৃতি ধাতুর স্বরযুক্ত য স্থানে ই, ব স্থানে উ ও র স্থানে ঋ হয় এবং হ্বে ধাতুর উকার দীর্ঘ হয়। যথা গ্রহ+ত=গৃহীত, প্রচ্ছ+ত=পৃষ্ট, বচ্+ত=উক্ত, স্বপ্+ত=সুপ্ত, বস্+ত=উষিত, হ্বে+ত=হূত—ইঃ।

২৪৯। য ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ পরেতে হকারান্ত ধাতুর হ স্থানে ঢ হয়; কিন্তু ঐ হ এর পূর্ব্বে দ থাকিলে তাহার স্থানে ঘ হয়।—

২৫০। চতুর্থ বর্ণের পর ত থাকিলে তাহার স্থানে ধ হয়। যথা বহ+ত=ঊঢ, মুহ+ত=মূঢ ; † দুহ+ত=দুগ্ধ, দহ+ত=দগ্ধ —ইঃ। ব্যধ্+ত=বিদ্ধ—ইঃ।

২৫১। ক্ত ও ক্তি প্রত্যয় পরেতে খন ধাতুর স্থানে খা ও জন ধাতুর স্থানে জা আদেশ হয়। খাত, জাত।

২৫২। অগুণ প্রত্যয় পরেতে ঋকারান্ত

---

* এস্থলে ২৪৮। ২৪৯। ২৫০। ২৩। ৩৮ সূত্র স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

† মুহ ও স্নিহ ধাতুর হ স্থানে বিকল্পে ঘ হয় সুতরাং মুগ্ধ এবং স্নিগ্ধও হয়।

ধাতুর ঋ স্থানে ঈর এবং প বর্গের পর হইলে উহার স্থানে উর হয়। যথা দীর্ণ, শীর্ণ, আকীর্ণ, পূর্ণ ;—ইঃ।

২৫৩। মসজ ভ্রসজ ফল শাস সহ ও জ্ঞাপি ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় হইয়া নিপাতনে যথাক্রমে মগ্ন, ভৃষ্ট, ফুল্ল, শিষ্ট, সোঢ়, ও জ্ঞপ্ত হয়।

২৫৪। বর্ত্তমান কালে কর্ত্তৃবাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর শৎ, কর্ত্তৃ ও কর্ম্মবাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর শান, ভবিষ্যৎকালে কর্ত্তৃবাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর স্যৎ, কর্ত্তৃ ও কর্ম্মবাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর স্যমান, হয়। শতের অৎ ও শানর আন, থাকে। এই সকল প্রত্যয় পরেতে কোন২ ধাতুর রূপান্তর এবং কোন২ স্থানে বর্ণান্তরের * যোগ হইয়া থাকে। উহাদরণস্বরূপ নিম্নভাগে কয়েকটী ঐ প্রত্যয়ান্ত পদ প্রদর্শিত হইল।

ধাতু	প্রত্যয়	পদ	অর্থ
ভূ	অৎ	ভবৎ	যে হয়।
চল	”	চলৎ	যে চলে—।
শী	আন	শয়ান	যে শোয়।
তপ	”	তপ্যমান	যাহা তপ্ত হয়।
দৃশ	”	দৃশ্যমান	যাহা দেখা যায়।
বৃত্	”	বর্ত্তমান	যাহা থাকে।
বিদ	”	বিদ্যমান	ঐ
বচ	”	উচ্যমান	যাহা বলা যায়।
দীপ	”	দীপ্যমান	যাহা জ্বলে।
দহ	”	দহ্যমান	যাহা পোড়ে।
শুভ	”	শোভমান	যাহা শোভাপায়।
বৃধ	”	বর্দ্ধমান	যাহা বাড়ে।
আস	”	আসীন	যে উপবেশন করে।
শব্দায়	”	শব্দায়মান	যে শব্দ করে।
কৃ	”	ক্রিয়মাণ	যাহা করা যায়।
কম্পা	”	কম্পমান	যাহা কাঁপে।
ভূ	স্যৎ	ভবিষ্যৎ	যাহা হইবে—।
বচ	স্যমান	বক্ষ্যমাণ	যাহা বলা যাইবে।
কৃ	”	করিষ্যমাণ	যাহা করা যাইবে —ইঃ।

* শান পরেতে অনেক স্থানেই ম হয়।

২৫৫। ধাতুর উত্তর কারক ও ভাব বাচ্যে ঘঞ অল ও অনট্ প্রত্যয় হয়। ঘঞ্ও অলের অকার মাত্র থাকে।

২৫৬। অনেক কৃৎ প্রত্যয় পরেতে ণ্যন্ত * ধাতুর ণির লোপ হয়। যথা—

বাচ্য	
কর্ত্তৃ	নন্দি+অন=নন্দন, শোভন, দেব দমন, জনার্দ্দন, দীপ, প্ররোহ।

---

* ধাতুর উত্তর প্রেরণ অর্থে ণি হয়। ইকার থাকে। ণি করিলে অনেক ধাতুর আকার পরিবর্ত্তিত হয় এবং ণি প্রত্যয়ান্তটী একটী স্বতন্ত্র ধাতু হয়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নভাগে কতকগুলি মূল ও ণ্যন্ত ধাতু ও তদুৎপন্ন কৃদন্ত পদের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

মূলধাতু	ণ্যন্ত	কৃদন্ত পদ
কৃ	কারি	কারয়িতব্য, কারয়িতা, কারিত—ইঃ।
স্থা	স্থাপি	স্থাপয়িতা, স্থাপন, স্থাপক—ইঃ।
দৃশ	দর্শি	দর্শিত, প্রদর্শন, দর্শয়িতব্য—ইঃ।
বৃত	বর্ত্তি	প্রবর্ত্তয়িতা, প্রবর্ত্তিত; প্রবর্ত্তক—ইঃ।
জন	জনি	জনয়িত্রী, জননী, জনক, জনিত—ইঃ।
ঋ	অর্পি	অর্পিত, অর্পণ—ইঃ।
হন	ঘাতি	ঘাতিত, ঘাতনীয়—ইঃ।
পত	পাতি	পাতিত, পাতন—ইঃ।
দুষ	দূষি	দূষক, দূষিত, দূষ্য—ইঃ।
ভী	ভীষি	ভীষণ, ভীষিত—ইঃ।
অধি+ই	অধ্যাপি	অধ্যাপক অধ্যাপনা,—ইঃ।
পা	পালি	পালয়িতা পালক—ইঃ।

বাচ্য	
কর্ম্ম	দুর্লভ, দুর্দ্দম, সুদর্শন, দুঃশাসন—ইঃ।
করণ	কর, যান, লেখনী, সম্মার্জ্জনী—ইঃ।
সম্প্রদান	সম্প্রদান।
অপাদান	অপাদান, প্রভব, প্রস্রবণ—ইঃ।
অধিকরণ	স্থান, ভবন, নিলয়, আদর্শ—ইঃ।
ভাব	ত্যাগ, পাক, সেক, ভোগ, যোগ, নিষেধ, জয়, অন্বয়, স্তব, রব, ভয়, বিস্ময়, দর্শন, রোদন, শয়ন—ইঃ।

২৫৭। কোন কোন কৃদন্ত ধাতু পরেতে উপসর্গের দীর্ঘ হয়। যথা প্রাসাদ, প্রতীকার, পরীবর্ত্ত—ইঃ।

২৫৮। সহ রুচ চর বৃধ বৃত প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ইষ্ণু, এবং জি ধাতুর উত্তর ক্ষ্ণুক্ প্রত্যয় হয়। ক থাকে না। যথা সহিষ্ণু, রোচিষ্ণু, জিষ্ণু—ইঃ।

২৫৯। ভূ কম গম হন বৃষ পদ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ণুক ও জাগৃ ধাতুর উত্তর ঊক হয়। যথা ভাবুক, ঘাতুক, পাতুকা, জাগরূক—ইঃ।

২৬০। ভাস, স্থা, ঈশ, নশ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে বর প্রত্যয় হয়। যথা ভাস্বর, ঈশ্বর, স্থাবর, নশ্বর।

২৬১। হিন্স, দীপ, স্মি, কম ও নম ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে র এবং ভী ধাতুর উত্তর রুক্ প্রত্যয় হয়। ক থাকে না। হিংস্র, নম্র, ভীরু—ইঃ।

২৬২। ভিক্ষ ইষ ও সন্ প্রত্যয়ান্ত *

* ধাতুর উত্তর ইচ্ছা অর্থে সন্ প্রত্যয় হয়। ন থাকে না। সন প্রত্যয় পরেতে ধাতুর প্রায় দ্বিত্ব হয়, এবং ণ্যন্ত ধাতুর ন্যায় সনন্ত ধাতুর ও অনেক আকার পরিবর্ত্ত হয়, এবং ইহারাও স্বতন্ত্র ধাতু-রূপে পরিগণিত হয়। নিম্নভাগে সচরাচর প্রচলিত কয়েকটী মূল ও তদুৎপন্ন সনন্ত ধাতু প্রদর্শিত হইল।

মূলধাতু	সনন্তধাতু	মূলধাতু	সনন্তধাতু
কৃ	চিকীর্ষ	ম্না	মিৎস
দা	দিৎস	জ্ঞা	জিজ্ঞাস
গ্রহ	জিঘৃক্ষ	লভ	লিপ্স
ভুজ	বুভুক্ষ	শ্রু	শুশ্রূষ
হন	জিঘাংস	দৃশ	দিদৃক্ষ
বস	বিবৎস	সৃজ	সিসৃক্ষ
আপ	ঈপ্স	মুচ	মুমুক্ষ

ইত্যাদি।

ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে উ হয়। উ পরেতে ইষ ধাতুর স্থানে ইচ্ছ আদেশ হয়। যথা ভিক্ষু, ইচ্ছু, দিদৃক্ষু, জিজ্ঞাসু, মুমূর্ষু—ইঃ।

২৬৩। স্বয়ং শং বি সং ও প্র পূর্ব্বক ভূ ধাতুর উত্তর ডু প্রত্যয় হয়। উকার থাকে। স্বয়ম্ভু, শম্ভু—ইঃ।

২৬৪। ভাস ও ভঞ্জ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃ-বাচ্যে ঘুর এবং শত ধাতুর উত্তর রু প্রত্যয় হয়। যথা—ভাস্বর, ভঙ্গুর, শত্রু।

২৬৫। খন চর পূ সহ ও বহ ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে ইত্র প্রত্যয় হয়। যথা খনন করা যায় যদ্দ্বারা এই অর্থে খনিত্র. এইরূপ চরিত্র, পবিত্র, সহিত্র, বহিত্র।

২৬৬। ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন এই অর্থে কতকগুলি ধাতুর উত্তর ত্রিমক্ প্রত্যয় হয়; ক থাকে না। যথা কৃতিদ্বারা নিষ্পন্ন এই অর্থে কৃত্রিম; দান দ্বারা নিষ্পন্ন এই অর্থে দত্রিম—ইঃ।

২৬৭। প্রায় সকল বাচ্যেই ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয় হয়। ক থাকে না।

ক্তি প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা দৃষ্টি, মুক্তি, বুদ্ধি, যুক্তি, গতি, কৃতি, সৃষ্টি—ইঃ।

২৬৮। উপপদ পূর্ব্বক ধা ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে ডি প্রত্যয় হয়। ড থাকে না। জল থাকে যেখানে এই অর্থে জল ধা+ই=জলধি ; এইরূপ বারিধি, প্রয়োনিধি—ইঃ।

২৬৯। স্বপ্ যত প্রচ্ছ যাচ ও যজ ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে ন হয়। এই ন পরেতে প্রচ্ছ ধাতুর ছ স্থানে শ হয়। যথা স্বপ্ন, যত্ন, প্রশ্ন, যাচ্ঞা, যজ্ঞ।

২৭০। শী, যজ, বিদ, চর ও কৃ ধাতুর উত্তর করণ ও ভাব বাচ্যে ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। য থাকে। কপ্ পরেতে শী ধাতু স্থানে শয্ ও কৃ ধাতু স্থানে ক্রি আদেশ হয়। ক্যপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা শয্যা, ইজ্যা, বিদ্যা, পরিচর্য্যা, ক্রিয়া।

২৭১। কতকগুলি গুরুস্বর* যুক্ত ধাতু ও ত্বর, ব্যথ, দয়, কৃপ, ক্ষম প্রভৃতি ধাতু এবং ণি সন প্রত্যয়ান্ত ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে অ প্রত্যয় হয়। অপ্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা পরীক্ষা, ঈহা, ত্বরা, ব্যথা, দয়া, কৃপা, জিজ্ঞাসা, শুশ্রূষা, পিপাসা, চিন্তা, পূজা, কথা, স্পৃহা—ইঃ।

২৭২। বিদ বন্দ ও ণ্যন্ত ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে অন প্রত্যয় হয়। অন প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা বেদনা, বন্দনা, অর্চ্চনা, গণনা, যাতনা।—ইঃ।

—•◦•—

৭ম প্রশ্নমালা।

দৃশ স্মৃ গম হন্ স্তৃ দন্শ ও যজ ধাতুর উত্তর তব্য অনীয় ও য প্রত্যয় করিয়া ; রম, সৃজ, বম, মুষ, রুদ, দুহ, ইষ, লিহ, রুধ ও গ্রহ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিয়া এবং ক্ষি, কৃষ, স্থা, স্ফায়, ভূ, ভজ, যজ, বহ, স্বপ, পুষ ও তন ধাতুর উত্তর অনট ও ক্তি প্রত্যয় করিয়া কি কি পদ হয় বল।

*সংযুক্ত বর্ণের পুর্ব্বস্থিত হ্রস্ব স্বর গুরু স্বর বলিয়া গণ্য হয়। নিন্দা, প্রশংসা।

প্রতীয়মান, অপহ্নব, নাদ, জিগীষা, প্রভাব, অচিকিৎস্য, আহ্বান, সম্ভব, অনির্ব্বচনীয়, ইজ্যা, অধ্যয়ন, স্তন্যপায়ী, অবস্থা, বর্দ্ধিষ্ণু, সুগম, অধৃষ্য, রুগ্ন, শুশ্রূষণীয়, ক্লিন্ন, পর্য্যুষিত, সমাস, সমস্ত, পুত্র, আতপত্র, অক্রেয় ও সন্তান, এই কয়েকটী শব্দ কিরূপে সিদ্ধ হয় বল।

কতিপয় প্রচলিত ধাতু ও তাহাদের অর্থ নিম্নভাগে লিখিত হইল।

অকর্ম্মক।		অকর্ম্মক।	
ধাতু	অর্থ।	ধাতু	অর্থ
আস	উপবেশন	দীপ	জ্বলা
কম্প	কাঁপা	নম	নোওয়া
ক্রন্দ	কাঁদা	নশ	নাশ
ক্লম	ক্লান্তি	নৃত	নাচা
ক্ষি	ক্ষয়	পত	পড়া
চেষ্ট	চেষ্টা	পু	শুদ্ধি
জন	উৎপত্তি	প্যায়	বৃদ্ধি
জ্বল	জ্বলা	ফল	ফলা
জাগৃ	জাগা	বৃত	থাকা
জীব	বাঁচা	বৃধ	বাড়া
জৄ	জরা	ব্যথ	ক্লেশ
তপ	সন্তাপ	ভঞ্জ	ভাঙ্গা
তুষ	সন্তোষ	ভাস	দীপ্তি
ত্রপ	লজ্জা	ভী	ভয়
ত্রস	ভয়	ভূ	হওয়া
দী	দুর্গতি	ভ্রংশ	পড়া

অকর্ম্মক।

ধাতু	অর্থ
মদ	মত্ততা
মস্জ	ডোবা
মুহ	বিচিত্তত্ত।
মৃ	মরা
ম্লা	অহৃষ্টতা
রঞ্জ	রাগ
রুস	ক্রৌর্য্য
রুজ	রোগ
রুদ	কাঁদা
রুষ	রাগা
লজ্জ	লজ্জা
লুভ	লোভ
বস	বাস করা
শঙ্ক	ভয়
শম	শান্তি
শী	শোওয়া
শুভ	শোভা
শুষ	শোষণ
শ্রম	শ্রান্তি
সঞ্জ	সঙ্গম
সো	নাশ
স্থা	থাকা
স্না	স্নান করা
স্ফার	বৃদ্ধি

অকর্ম্মক।

ধাতু	অর্থ
স্মি	গর্ব্ব
স্বপ	ঘুমান
হস	হাসা
হৃষ	আহ্লাদ
হ্রী	লজ্জা
—ই:	—ই:।

সকর্ম্মক।

ধাতু	অর্থ
অশ	ভোজন
অর্থি	যাচ্ঞা করা
অর্চ্চি	পূজাকর
আপ	পাওয়া
ই	গমন
ইষ	ইচ্ছা করা
কথি	বলা
কৃ	করা
কৃষ	কর্ষণ
কৄ	ছড়ান
ক্রী	কেনা
ক্রম	গমন
খন	খোঁড়া
খাদ	খাওয়া
খ্যা	বলা
গনি	গণা

সকর্ম্মক।

ধাতু	অর্থ
গম	গমন
গর্হ	নিন্দা
গুপ্	রক্ষা করা
গুহ্	লুকান
গৈ	গানকরা
গ্রস	গ্রাস
গ্রহ	লওয়া
ঘ্রা	শোঁকা
চর	গমন
চল	ঐ
চিন্তি	ভাবা
চোরি	চুরি করা
ছিদ	কাটা
জি	জয়
জ্ঞা	জানা
তন	বিস্তার
তুদ	ব্যথা দেওয়া
ত্যজ	ত্যাগ
দন্শ	কামড়ান
দহ	পোড়ান
দা	দেওয়া
দৃশ	দেখা
দ্বিষ	দ্বেষ
ধা	ধারণ

সকর্ম্মক।

ধাতু	অর্থ
ধৃ	ধরা
নিন্দ	নিন্দা
নী	লইয়াযাওয়া
নু	স্তবকরা
পচ	পাক
পঠ	পড়া
পা	পান
পা	পালন
পুষ	পোষণ
পুজি	পুজাকরা
পৄ	পূরণকরা
প্রচ্ছ	জিজ্ঞাসা
বিদ	জানা
বুধ	বোঝা
ব্রজ	যাওয়া
ভজ	ভাগ ও সেবা
ভিদ	ভাঙ্গা
ভুজ	খাওয়া
ভৃ	ভরণ করা
ভ্রম	ঘোরা
ভ্রস্জ	ভাজা
মন	মানা
মস্থ	মওয়া
মা	পরিমাণ

সকর্ম্মক ।		সকর্ম্মক ।	
ধাতু	অর্থ	ধাতু	অর্থ
মুচ	ত্যাগ করা।	সদ	গমন
যজ	যাগ করা	সহ	সহা
যা	যাওয়া	সিচ	জল দেওয়া
যাচ	প্রার্থনা করা	সৃ	গমন
যুজ	যোগ করা	সৃজ	সৃষ্টি করা
রক্ষ	পালন	সেব	সেবা
রুহ	উঠা	স্তু	স্তব করা
লষ	ইচ্ছা	স্পৃশ	স্পর্শ করা
লিখ	লেখা	স্পৃহি	ইচ্ছা
লিপ	লেপা	হন	বধ করা
লুপ	লোপ করা	হা	ত্যাগ
বচ	বলা	হিন্স	হিংসা করা
বদ	বলা	হু	হোম করা
বপ	বোনা	হৃ	হরণ
বহ	বহা	হ্বে	স্পর্দ্ধা করা
শন্স	বলা	ইত্যাদি	ইত্যাদি
শাস	শাসন		
শ্রু	শোনা		

উপসর্গ যোগে ধাতুর অর্থ নানা প্রকার হয়।

শব্দের প্রকারভেদ।

—***—

শব্দ সকল তিন ভাগে বিভক্ত ; যৌগিক রূঢ় ও যোগরূঢ়।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে যে সকল শব্দ উৎপন্ন হয়, এবং প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মিলিত অর্থই যে শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হয় তাহাকে যৌগিক শব্দ কহে। যথা পাচক, এই শব্দের প্রকৃতি পচ ধাতুর অর্থ পাক করা, প্রত্যয় ণকর অর্থ কর্ত্তা সুতরাং প্রকৃতি প্রত্যয়ের মিলিত অর্থ পাককর্ত্তা এবং ব্যবহারে ও পাচক শব্দে পাককর্ত্তাকেই বুঝায় অতএব ইহা যৌগিক শব্দ। এইরূপ গায়ক, নর্ত্তক, দুগ্ধ, আহূত, বর্দ্ধিষ্ণু, দাশরথি, পুষ্পিত, অঙ্গুরীয়, ধূলিসাৎ—ইঃ।

যে সকল শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়ের মিলিতার্থই ব্যবহারিক অর্থ হয় না অথবা যে সকল শব্দের প্রকৃতি, প্রত্যয় পৃথক্‌রূপে বাহির করিতে পারা যায় না অথচ সেই সেই শব্দ সেই সেই অর্থের বোধক বলিয়া

লোকে প্রসিদ্ধ আছে তাহাদিগকে রূঢ় শব্দ কহে। যথা 'মণ্ডপ' এই শব্দের যোগার্থ দ্বারা মণ্ডপান কর্ত্তাকে বুঝায় কিন্তু উহার ব্যবহারিক প্রসিদ্ধ অর্থ—গৃহ, অতএব ইহা রূঢ় শব্দ। ব্যাঘ্র, কুঞ্জর, কুশল, কুশেশয়, পঞ্চাস্য, ইত্যাদি শব্দও ঐরূপ রূঢ়। তদ্ভিন্ন নারিকেল, কদলী, মস্তক, কূর্ম্ম, দন্ত, ধন, যষ্টি ইত্যাদি শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় পৃথক্ করিতে পারা যায় না অতএব ইহারাও রূঢ়।

যে সকল শব্দে যোগার্থ রূঢ্যর্থ উভয়ার্থেরই সমবায় আছে তাঁহাদিগকে যোগরূঢ় শব্দ কহে। যথা পঙ্কজ; এই শব্দের যোগার্থ দ্বারা পদ্ম এবং কুমুদ, রক্তকম্বল, শৈবাল প্রভৃতি পঙ্কজাত যাবতীয় বস্তুকেই বুঝাইতেছে কিন্তু রূঢ়ি অপর সকল অর্থের প্রতীতি রহিত করিয়া ব্যবহারিক অর্থে কেবল পদ্মকে প্রতিপাদন করিতেছে অতএব ইহা যোগরূঢ় শব্দ। হস্তী, পয়োদ, নেত্র, বারিজ পশুপতি, দ্বিরেফ, জলধর ইত্যাদি শব্দ সকলও এইরূপ যোগরূঢ়।

—❀○❀—

অন্বয় শব্দের অর্থ যোগ। বাক্যের মধ্যস্থ পদ সকলে পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ থাকে তাহার উল্লেখ করিয়া বলাকেই অন্বয় করা কহে। পরপৃষ্ঠবর্ত্তী বাক্যটী অবলম্বন করিয়া তৎকরণের রীতি কিঞ্চিন্মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে; নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে সর্ব্ব স্থানেই এইরূপ অন্বয় করা যাইতে পারিবে।

"এই ভূমণ্ডলে এবম্বিধ বহু ক্ষুদ্র জীবজন্তু আছে যে, তাহারা মানব জাতির কখন কোন অপকার করে না। কিন্তু কোন কোন লোক স্বভাবতঃ এমন নিষ্ঠুর যে দেখিবামাত্র ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র জীবকে নানা প্রকারে ক্লেশ দেয় ও উহাদের প্রাণ বধ করে"।

'এই' সর্ব্বনাম বিশেষণ শব্দ 'ভূমণ্ডলে' এই পদের বিশেষণ। 'ভূমণ্ডলে' বিশেষ্য ক্লীবলিঙ্গ, একবচন 'আছে' এই পরবর্ত্তিনী ক্রিয়ার আধার হওয়াতে অধিকরণ কারক। 'এবম্বিধ' 'বহু' 'ক্ষুদ্র' ইহারা সকলেই 'জীবজন্তু' এই পদের বিশেষণ। 'জীব' 'জন্তু' যদিও দুই পদ আছে কিন্তু তাৎপর্য্যার্থ দ্বারা মাত্র প্রাণীকে বুঝাইতেছে অতএব উহা এক

পদ বলিয়াই গণ্য; উহা বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ, বহুশব্দদ্বারা প্রতিপাদ্য বহুবচন (জাতি বোধক) 'আছে' এই ক্রিয়ার কর্তৃকারক। 'আছে' তৃতীয় পুরুষ বর্ত্তমান কাল, অকর্ম্মক, কর্ত্তৃবাচ্যক্রিয়া; কর্ত্তা জীবজন্তু। 'যে' সর্ব্বনামসদৃশ যোজক অব্যয় শব্দ, উহাদ্বারা বাক্যদ্বয়ের অবিচ্ছেদ মাত্র রক্ষিত হইতেছে। 'তাহারা' পূর্ব্বোক্ত 'জীবজন্তু' বোধক সর্ব্বনাম, বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ, বহুবচন 'করে না' ক্রিয়ার কর্তৃকারক। 'মানব জাতির' বিশেষ্য, স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন বা জাতিবোধে বহুবচন সম্বন্ধ পদ 'অপকার' এই পদের সহিত সম্বন্ধ। 'কখন'—কোন সময়ে—সর্ব্বনাম, বিশেষ্যবৎ বিশেষণ, এক বচন 'করে না' ক্রিয়ার কালাধিকরণ অথবা একেবারে ঐ ক্রিয়ার বিশেষণ পদ। 'কোন' সর্ব্বনাম বিশেষণ 'অপকার' এই পদের সহিত অন্বিত। 'অপকার' বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ, একবচন 'করে না' ক্রিয়ার কর্ম্মপদ। 'করে না' তৃতীয় পুরুষ বর্ত্তমান কাল, সকর্ম্মক, কর্ত্তৃবাচ্য না-যোগে নিষেধক ক্রিয়া; কর্ত্তা 'তাহারা'। 'কিন্তু' নক্ষো-

চক অব্যয় শব্দ; অপকার না করিলে তাহাদিগকে ক্লেশ দেওয়া অনুচিত, এই অনৌচিত্য জ্ঞান প্রকাশের জন্য 'কিন্তু' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। 'কোন কোন' সর্ব্বনাম বিশেষণ অনির্দ্দেশার্থে দ্বির্ভাব হইয়াছে। 'লোক' এই পদের সহিত অন্বিত। 'লোক' বিশেষ্য পুংলিঙ্গ এক বচন 'হয়' এই উহ্য অকর্ম্মক ক্রিয়ার উদ্দেশ্য কর্ত্তা। 'স্বভাবতঃ' এই পদ ঐ উহ্য ক্রিয়ার বিশেষণ। 'এমন' সর্ব্বনাম 'নিষ্ঠুর' এই বিধেয় বিশেষণের বিশেষণ। 'নিষ্ঠুর' পূর্ব্বোক্ত 'লোক' এই উদ্দেশ্য কর্ত্তার বিধেয় বিশেষণ। 'যে' পূর্ব্ববৎ। 'দেখিবামাত্র' সমকালার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া, পূর্ব্বোক্ত 'লোক' ইহার কর্ত্তা। 'ঐ' সর্ব্বনাম 'ঐ' 'সমস্ত' 'ক্ষুদ্র'—'জীবকে'—এই পদের বিশেষণ। 'জীবকে' বিশেষ্য পুংলিঙ্গ, ('সমস্ত' পদ দ্বারা বোধ্য) বহুবচন, 'ক্লেশ দেয়' ক্রিয়ার কর্ম্ম পদ। 'নানা প্রকারে' ঐ ক্রিয়ার বিশেষণ। 'ক্লেশ দেয়' তৃতীয় পুরুষ, বর্ত্তমানকাল, 'জীবকে' এই কর্ম্ম পদ দ্বারা সকর্ম্মক, কর্ত্তৃবাচ্য প্রয়োগে

যৌগিক ক্রিয়া ; কর্ত্তা লোক। 'ও' যোজক অব্যয় শব্দ ; উহা দ্বারা পূর্ব্ব বাক্যের কর্ত্তা পর বাক্যে অন্বিত হইতেছে। 'উহাদিগের' সর্ব্বনাম বিশেষ্য পুংলিঙ্গ, বহুবচন, সম্বন্ধ, পদ, 'প্রাণবধ' এই পদের সহিত সম্বন্ধ। 'প্রাণবধ' বিশেষ্য-পুংলিঙ্গ, একবচন, কর্ম্ম কারক 'করে' এই সকর্ম্মক ক্রিয়ার সহিত অন্বিত। 'করে' তৃতীয় পুরুষ, বর্ত্তমান কাল, সকর্ম্মক কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়া ; কর্ত্তা লোক।—
ইত্যাদি—ইত্যাদি।

—***—

সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

কোন প্রবন্ধ পাঠ করিবার সময়ে যে স্থলে অল্পমাত্র বিরাম দিয়া পড়িতে হয় সে স্থলে এই , চিহ্ন থাকে, উহাকে প্রথমচ্ছেদ কহে ; যেখানে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বিরতির আবশ্যকতা সেখানে এই ; চিহ্ন দেওয়া থাকে, উহাকে দ্বিতীয় চ্ছেদ বলা যায় এবং যে স্থলে স্বরের একবারে নিবৃত্তি করিতে হয় তথায় এই। চিহ্ন প্রদত্ত হয় উহাকে 'পূর্ণচ্ছেদ বলা গিয়া থাকে।

বিস্ময় হর্ষ ভয় ক্রোধ পরিহাস ও সম্বোধন বুঝাইবার জন্য এই ! চিহ্ন দেওয়া যায় এবং উহাকে বিস্ময়াদি চিহ্ন বলা গিয়া থাকে।

প্রশ্নবোধক এই ? চিহ্ন প্রদত্ত হয় এবং উহাকে প্রশ্নচিহ্ন কহে।

এক ব্যক্তি আপনার বাক্য মধ্যে অপরের লিখিত বা উক্ত কথা তুলিলে সেই উদ্ধৃত কথার উভয় পার্শ্বে এই " " রূপ এবং কোন কথাকে পাঠকগণের বিশেষ দৃষ্টিপাতের বিষয় করিবার অভিলাষে তাহার উভয় পার্শ্বে এই ' ' রূপ চিহ্ন দেওয়া হইয়া থাকে ; ইহাদিগকে 'উদ্ধার চিহ্ন' বলা যায়।

পুস্তকের এক২ পত্রমধ্যে যে ক্ষুদ্র২ ভাগ থাকে—যথা এই পত্রেরই উপরি লিখিত "এক ব্যক্তি" অবধি 'উদ্ধার চিহ্ন বলা যায়" পর্য্যন্ত যে পৃথক্ ভাগটী আছে এইরূপ ভাগ সকলকে 'প্রভাগ' কহা যায়। প্রভাগকে স্পষ্টরূপে দেখাইবার জন্য উহার প্রথম পঙ্‌ক্তির আদিতে দুই একটী বর্ণের স্থান শূন্য থাকে।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকলের উদাহরণ আধুনিক অনেক পুস্তকেই প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

—●●●—

অলঙ্কার।

যাহা দ্বারা কাব্যের শরীরস্বরূপ শব্দ ও অর্থ সকল অলঙ্কৃত হয় তাহাকে অলঙ্কার কহে।

শব্দের শোভাজনক অলঙ্কারকে শব্দালঙ্কার এবং অর্থের শোভাজনক অলঙ্কারকে অর্থালঙ্কার কহে।

শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাস ও যমক এই দুইটী বাঙ্গালা ভাষায় সমধিক প্রসিদ্ধ।

—●●—

অনুপ্রাস।

একরূপ বর্ণের একত্র সন্নিবেশ হওয়াতে যে বিচিত্রতা জন্মে তাহাকে অনুপ্রাস কহে যথা ;—

তিনি এক সকললোকললামভূতা ললনাকে অবলোকন করিলেন—এস্থলে ক ও লএর দুইটী অনুপ্রাস হইয়াছে।

যথাবা—বিননিয়া চিকণিয়া বিনোদ কবরী।
ধরাতলে ধরিবারে ধায় বিষধরী॥

এস্থলে পূর্ব্বার্দ্ধে নকারের এবং অপরার্দ্ধে ধ ও রকারের অনুপ্রাস হইয়াছে।

যথাবা—দাক্ষায়ণী দয়াময়ী দানবদমনী।
দুঃখ দূর কর দুর্গা দুর্গতিদলনী॥

এখানে কেবল দকারের অনুপ্রাস।

—●○●—

যমক।

একরূপ দুই বা তদধিক শব্দের ভিন্ন২ অর্থে একস্থানে সমাবেশ হইলে যমক হইয়া থাকে। যথা—

আট পণে আনিয়াছি আদরের চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।

এস্থলে প্রথমার্দ্ধ ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষস্থ 'চিনি' শব্দের আবৃত্তি হওয়াতে যমক হইয়াছে।

যথা বা—ঘন ঘন ঘন ঘন বর্ষে।—এস্থলে প্রথম ঘন শব্দে নিবিড়, দ্বিতীয় ঘনশব্দে মেঘ এবং তৎপরস্থ ঘন ঘনশব্দের শীঘ্র বুঝাইতেছে।

—○●○—

অর্থালঙ্কারের মধ্যে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তি প্রভৃতি কতকগুলি অলঙ্কার বাঙ্গালায় সচরাচর প্রচলিত।

—০—

উপমা।

সাদৃশ্য প্রতিপাদন দ্বারা অর্থের চমৎকার জনক অলঙ্কারকে উপমালঙ্কার কহে।

উপমালঙ্কারে উপমান, উপমেয়, সাদৃশ্য বাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম্ম এই চারিটী অঙ্গ থাকে।—যাহাকে উপমা দেওয়া যায় তাহাকে উপমেয়, যে শব্দ দ্বারা সেই উপমার বোধ হয় তাহাকে সাদৃশ্যবাচক শব্দ এবং যে বিশেষণ বা ক্রিয়া উপমান উপমেয় উভয়েরই অনুগত হয় তাহাকে সাধারণধর্ম্ম কহে।

যথা—"তাহার মুখ সুধাকরের ন্যায় সুন্দর"—এস্থলে সুধাকর উপমান, মুখ উপমেয় ন্যায় সাদৃশ্যবাচক শব্দ এবং সুন্দর সাধারণ ধর্ম্ম—অতএব এস্থলে একটী উপমালঙ্কার হইল।

উপমালঙ্কারে পূর্ব্বোক্ত চারিটী অঙ্গের মধ্যে কোনটীর যদি অনুল্লেখ থাকে তাহা হইলেও অলঙ্কার হয় যথা—

"তাহার মুখ সুধাকরের ন্যায়।"

সমাসের মধ্যেও উপমা থাকে।

যথা—"খঞ্জনগঞ্জন আঁখি, অকলঙ্কশশিমুখী,
কিবা দিব রূপের উপমা।"

এস্থলে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে দুইটী সমাসগত উপমা আছে।

—০—

রূপক।

রূপকও সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার; তবে উপমার সহিত ইহার ভেদ এই যে, উপমাতে উপমেয়ের প্রাধান্য হয় কিন্তু রূপকে, উপমানের প্রাধান্য হইয়া থাকে। 'মুখখানি যেন চন্দ্র' একথা বলিলে উপমালঙ্কার এবং 'মুখখানি চন্দ্র' এরূপ বলিলে রূপক অলঙ্কার হয়। সমান স্থলেও চন্দ্রের ন্যায় মুখ এরূপ অর্থ হইলে উপমা এবং মুখরূপচন্দ্র এরূপ অর্থ হইলে রূপক হয়।

যথাবা—প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের তরে।
খেয়াব তনুর তরি প্রবাস সাগরে॥

এস্থলে সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন একটী রূপক হইয়াছে।

—০—

উৎপ্রেক্ষা।

—●—

উপমেয়কে উপমান বলিয়া যদি আত্যন্তিক সংশয় করা যায় তাহা হইলে উৎপ্রেক্ষালঙ্কার হয়। উৎপ্রেক্ষালঙ্কারে 'বোধ হয় যেন' 'বুঝিবা' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ থাকে। যথা—

রামের কোদণ্ড হইতে সশব্দে শর পড়িতে লাগিল, বোধ হইল যেন, বর্ষাকালীন মেঘ গভীর গর্জ্জন করিয়া বারিধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

যথা বা—বদন মণ্ডল, চাঁদ নিরমল,
ঈষত গোঁপের রেখা।
বিকচ কমলে, যেন কুতূহলে,
ভ্রমর পাঁতির দেখা॥

—✱✱—

অতিশয়োক্তি।

উপমেয়ের একবারে অনুল্লেখ করিয়া যদি উপমানকেই উপমেয় রূপে নির্দ্দেশ করা-

যায় তাহা হইলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়। যথা 'মুখ হইতে মধুর বচন নিঃসৃত হইতেছে' এই অর্থ প্রতি পাদনের জন্য যদি একবারে বলা যায় 'চন্দ্র হইতে সুধা বৃষ্টি হইতেছে' তাহা হইলে অতি শয়োক্তি হয়।

যথা বা—"বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার।
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার॥
তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপিড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণচাঁদে।

এস্থলে তড়িত বিদ্যার শরীর, তারাগণ উহার ভূষণ এবং পূর্ণচাঁদ বিদ্যার মুখমণ্ডল।

—•—●●—•—

সম্পূর্ণ।